ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-277 ■ 7 July, 2026 ■ আগরতলা ৭ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ২২ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

তাঁর আদর্শই আজ দেশের অগ্রগতির চালিকা শক্তি ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (আইএএনএস) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার ভিডিও বার্তার মাধ্যমে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে বলেন, তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারা আজকের ভারতের উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম প্রেরণাশক্তি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি জাতিকে বৃহৎ লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দৃঢ় বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি, নির্মল উদ্দেশ্য এবং অটুট নিষ্ঠার সমন্বয় অপরিহার্য।

পূর্বনির্ধারিত সফরের কারণে অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত থাকতে না পারার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রযুক্তির মাধ্যমে ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম করে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে তিনি আনন্দিত।

মোদি বলেন, প্রযুক্তির সহায়তায় আমি আপনাদের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছি।

তিনি বলেন, এই দিনটি সমগ্র দেশ এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন দেশের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যিনি ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, ড. মুখোপাধ্যায় দেশে 'দুটি সংবিধান, দুটি প্রধানমন্ত্রী এবং দুটি পতাকা'-র ধারণার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি দেশের মৌলিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে আজীবন সংগ্রাম করেছেন।

তিনি বলেন, আজ দেশ ভারতের অখণ্ডতার প্রতি নিবেদিত এক দূরদর্শী নেতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।

১৯৪৭ সালের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেই সময় সমগ্র বাংলাকে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে তিন রাজ্যসভা আসনে ভোট ২৪ জুলাই

বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটে ৩ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ৩০শে

কলকাতা, ৬ জুলাই (আইএএনএস)।। পশ্চিমবঙ্গের শূন্য হওয়া তিনটি রাজ্যসভা আসনের উপনির্বাচন আগামী ২৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগণনা ও ফলাফলও একই দিন ঘোষণা করা হবে বলে সোমবার জানিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)।

তৃণমূল কংগ্রেসের তিন রাজ্যসভার সদস্য সুখেন্দু শেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক পদত্যাগ করায় এই উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়েছে। চলতি বছরের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই তাঁরা দল ছাড়েন। ওই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বড় ধরনের পরাজয়ের মুখে পড়ে।

নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৭ জুলাই নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৪ জুলাই। ১৫ জুলাই মনোনয়নপত্র যাচাই হবে এবং ১৭ জুলাই পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা যাবে। প্রয়োজন হলে ২৪ জুলাই সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে।

ভোটগ্রহণ হলে ওই দিনই ভোটগণনা সম্পন্ন করে ফল ঘোষণা করা হবে। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হবে।

সুখেন্দু শেখর রায় প্রথমে ৮ জুন রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর ১০ জুন সুস্মিতা দেব এবং ১১ জুন প্রকাশ চিক বরাইক পদত্যাগ করেন।

পদত্যাগের পর প্রকাশ চিক বরাইক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা করেন। অন্যদিকে, অসমের রাজনীতিক সুস্মিতা দেব দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এদিকে সুখেন্দু শেখর রায় তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ জন বিদ্রোহী লোকসভা সদস্যের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে জানা গিয়েছে। পরে ওই সাংসদরা কার্যত নিষ্ক্রিয় ত্রিপুরাভিত্তিক ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অব ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-তে যোগ দেন। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই ।। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবনাদর্শের চর্চা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেমের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে সহায়তা করবে। একটি শক্তিশালী জাতি গঠনে সাহায্য করবে। তাই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো মনীষিদের নিয়ে যত বেশি চর্চা হবে ততো সমাজ তথা দেশ উপকৃত হবে। আজ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী টাউনহলে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, ড. মুখার্জী ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সংসদ সদস্য এবং দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। তিনি ছিলেন একজন অসামান্য ব্যক্তিত্ব যিনি শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি এবং জাতীয় জীবনে অল্প বয়সেই কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। তিনি দেশের ঐক্য, অখন্ডতা এবং জাতীয় সংহতি রক্ষার ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ছিনতাই গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ জুলাই ।। সেপাহিজলা জেলার বিশালগড়ের মুড়াবাড়ি এলাকায় সংঘটিত দুঃসাহসিক ছিনতাই ও অপহরণ-চেষ্টার ঘটনায় তদন্তে নেমে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে ঘটনার মূল অভিযুক্তরা এখনও অধরা। তাদের খোঁজে পুলিশের তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোনামুড়া আশাবাড়ি এলাকার একটি পরিবার আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে মুড়াবাড়ি এলাকায় দুষ্কৃতীদের হামলার মুখে পড়ে। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা পরিবারের সদস্যদের মারধর করে স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ ছিনিয়ে নেয়। পাশাপাশি তাদের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ব্যবহৃত দুটি গাড়ি উদ্ধার করেছে।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

অযোধ্যা রাম মন্দিরের অনুদান তছরুপ বির্তক

চম্পত রাইয়ের পদত্যাগ গৃহীত অন্তবর্তী প্রধান কৃষ্ণ মোহন

অযোধ্যা, ৬ জুলাই (আইএএনএস) ।। অনুদান তছরুপের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্কের জেরে অনুষ্ঠিত দীর্ঘ বৈঠকে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট সোমবার গুরুত্বপূর্ণ একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এবং ট্রাস্টি অনিল মিশ্রের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। একই সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় বন পরিষেবা (আইএফএস) কর্মকর্তা কৃষ্ণ মোহনকে অন্তর্বর্তী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে, যিনি আপাতত রামমন্দিরের দৈনন্দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাবেন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকে ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ দেব গিরি বলেন, অনুদান চুরির ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং এটি ট্রাস্ট ও ভগবান রামের ভক্তদের গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই ট্রাস্ট সদস্যরা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বৈঠকে বসেন।

তিনি জানান, চম্পত রাই নিজেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর মতে, অনুদান তছরুপ মামলার অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পদে বহাল থাকা সমীচীন হবে না।

গোবিন্দ দেব গিরি আরও জানান, ট্রাস্টের সংবিধান অনুযায়ী, কোনো পদাধিকারীর পদত্যাগপত্র জমা পড়লে তা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হয়। জ্যেষ্ঠ ট্রাস্টি কে. পরাসরন এই বিধানের ব্যাখ্যা দেওয়ার পরই চম্পত রাই ও অনিল মিশ্রের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়।

তিনি বলেন, ট্রাস্ট গঠনের শুরু থেকে রামমন্দির নির্মাণের প্রতিটি পর্যায়ে চম্পত রাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাঁর অবদান ট্রাস্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কোষাধ্যক্ষ বলেন, সামাজিক মাধ্যমে রামমন্দির থেকে বহু ধর্মীয় নিদর্শন হারিয়ে যাওয়ার যে দাবি করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। তাঁর দাবি, ট্রাস্টের কাছে প্রায় ২,৮০০টি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের যথাযথ নিবন্ধিত তালিকা রয়েছে, যার মধ্যে রামায়ণ এবং চরণপাদুকার মতো মূল্যবান সামগ্রীও অন্তর্ভুক্ত। সব নিদর্শনই নিরাপদ রয়েছে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

এই সিদ্ধান্তকে চলমান ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ জুলাই ।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার সাকাইবাড়ি এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে সোমবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হয় জেলা কংগ্রেস। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে বলে অভিযোগ তুলে দ্রুত সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি জানান আন্দোলনকারীরা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার কোনও কার্যকর সমাধান হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই সাধারণ মানুষের স্বার্থে তারা রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। রাস্তা

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিএএ'র আওতায় নাগরিকত্ব প্রদানের প্রক্রিয়া শীঘ্রই সম্পন্ন হবে ঃ শাহ

কলকাতা, ৬ জুলাই (আইএএনএস) ।। প্রতিবেশী দেশগুলিতে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেওয়া প্রকৃত শরণার্থীদের নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-এর আওতায় নাগরিকত্ব প্রদানের প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

সোমবার কলকাতায় ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই ঘোষণা করেন।

অমিত শাহ বলেন, ১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের মধ্যে স্বাক্ষরিত "লিয়াকত-নেহরু চুক্তি" উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষার উদ্দেশ্যে করা হলেও বাস্তবে পাকিস্তান ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তার বিষয়টি যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।

তিনি দাবি করেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ওই চুক্তি বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বার্থ সেখানে উপেক্ষিত হয়েছে, যদিও ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় রয়েছে এবং সেই কারণেই প্রতিবেশী দেশগুলিতে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে আসা হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে সিএএ কার্যকর করা হয়েছে।

তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, এই ধরনের সমস্ত প্রকৃত শরণার্থীকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে এবং সেই প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম দুই মাসের প্রশাসনিক কাজেরও প্রশংসা করেন।

তাঁর দাবি, নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যে সমাজবিরোধী ও ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

তিনদিন ধরে প্রিপেইড বিদ্যুৎ পরিষেবা অচল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, পুলিশের লাঠিচার্জ

উত্তেজনা তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জুলাই ।। টানা তিন দিন ধরে প্রিপেইড বিদ্যুৎ রিচার্জ পরিষেবা অচল থাকায় তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার গ্রাহকরা। সার্ভার বা লিংক বিভ্রাটের কারণে রিচার্জ করতে না পেরে সোমবার বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভে সামিল হন কয়েক হাজার গ্রাহক। পরবর্তীতে আন্দোলন জাতীয় সড়ক অবরোধে রূপ নিলে গোটা তেলিয়ামুড়া শহরে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

অভিযোগ, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা সাধারণ মানুষের একমাত্র ভরসা হলেও সার্ভার সমস্যার কারণে প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বহু পরিবার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় চরম উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। সোমবার ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা প্রথমে বিদ্যুৎ দপ্তরের মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভ দেখান। পরে তাঁরা তেলিয়ামুড়া থানার সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। আন্দোলনকারীদের দাবি, অবিলম্বে সার্ভার সমস্যা দূর করে রিচার্জ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সমস্যা এড়াতে স্থায়ী প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তেলিয়ামুড়ার মহকুমাশাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ দপ্তরের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম), জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাস্টিন জোসেফ, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোহন কৃষ্ণান-সহ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দাবিতে কংগ্রেসের গণর্ধনা

অপরাধ দমনে সরকারের কোন কার্যকারী পদক্ষেপ নেই ঃ আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই ।। বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ প্রত্যাহার, স্মার্ট মিটার বাতিল, ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড -এর দুর্নীতির তদন্ত, অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুৎ মাশুল ও বিভিন্ন অতিরিক্ত চার্জ প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্যব্যাপী গণপ্রতিরোধ আন্দোলনের অংশ হিসেবে সোমবার সদর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে বিবেকানন্দের মূর্তির পাদদেশে এক গণধর্নার আয়োজন করা হয়।

ধর্না কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী, সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায়, যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা, মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ, নেত্রী পৃথা দেব, ওবিসি কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন দেবনাথ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা রাজ্যে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, একদিকে সাধারণ মানুষের ওপর লাগামছাড়া বিদ্যুৎ বিলের বোঝা চাপানো হচ্ছে, অন্যদিকে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, মাদক পাচার, নারী নির্যাতন ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ প্রশাসন "জিরো টলারেন্স"-এর কথা বললেও বাস্তবে অপরাধ দমনে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, মাদক পাচার চক্রে প্রভাবশালীদের জড়িত থাকার কথা সরকার নিজেই স্বীকার করলেও এখনও পর্যন্ত কোনও বড় রাঘববোয়ালকে আইনের আওতায় আনা হয়নি। পাশাপাশি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে মনীষা হত্যাকাণ্ডের তদন্তের অগ্রগতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও ঘটনার প্রকৃত তথ্য এখনও জনসমক্ষে আসেনি, ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে বিরল প্রজাতির লজ্জাবতী বানর উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ জুলাই ।। খোয়াই জেলার বারবিল এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশ থেকে একটি বিরল প্রজাতির লজ্জাবতী বানর উদ্ধার করা হয়েছে। পরে বনদপ্তরের কর্মীদের হাতে প্রাণীটিকে তুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে, সোমবার বারবিল এলাকায় জাতীয় সড়কের ধারে এক ব্যক্তি বিরল প্রজাতির প্রাণীটিকে দেখতে পান। তিনি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বন্য দাতাল হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ কৃষ্ণপুর, সর্বস্বান্ত বহু পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জুলাই ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার ২৯-কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কৃষ্ণপুর ও সংলগ্ন এলাকায় বন্য দাতাল হাতির তাণ্ডবে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দিনের আলো ফুরোলেই প্রায় প্রতিদিনই হাতির হানার আশঙ্কায় রাত জেগে পাহারা দিতে হচ্ছে প্রায় ৭০টি পরিবারকে। নিজেদের ঘরেও নিরাপদ বোধ করছেন না তারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চললেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধানের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বনদপ্তর বিভিন্ন সময়ে সাময়িক ব্যবস্থা নিলেও বাস্তবে পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন হয়নি। ফলে প্রতিনিয়ত প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।

বাসিন্দাদের দাবি, বন্য হাতির আক্রমণে ইতিমধ্যেই বহু বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, নষ্ট হয়েছে বিস্তীর্ণ কৃষিজমির ফসল। শুধু তাই নয়, অতীতে একাধিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। তারপরও সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব নিয়ে বনদপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা।

কৃষ্ণপুর ও আশপাশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মাঠে ফসল ফলার আগেই বন্য হাতির হামলায় মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মাসের পর মাসের পরিশ্রম। এতে বহু কৃষক আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ বাধ্য হয়ে কৃষিকাজ ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভাবছেন।

এলাকাবাসীর দাবি, মানুষের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বনদপ্তর এবং প্রশাসন যেন অবিলম্বে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা নির্মাণ কাজে অনিয়ম, জনরোষের মুখে ঠিকাদার সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৬ ই জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমাধীন পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাইছড়া এলাকায় রাস্তার নির্মাণকাজে চরম অনিয়ম ও দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগে জনরোষের মুখে পড়ল একটি ঠিকাদারি সংস্থা। সোমবার স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পন্নের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হন। জানা যায়, মাই ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটি ঠিকাদারি সংস্থা মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে গাছবাড়িয়া হয়ে উত্তর কলাবাড়িয়া পর্যন্ত প্রায় ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণের প্রায় ৮ কোটি টাকার কাজের বরাত পায়। রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার প্রায় এক বছর অতিক্রম হতে চললেও এখনও পর্যন্ত ১০ শতাংশ কাজও সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ।অভিযোগ, রাস্তার পুরনো ইটের সোলিং তুলে ফেলার পর অবৈজ্ঞানিক ও ধীরগতিতে নির্মাণকাজ চলায় এলাকাবাসীর দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে।

বর্ষার মৌসুমে কাঁচা রাস্তা কাদাময় হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতে মারাত্মক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তা নির্মাণ করতে গিয়ে পানীয় জলের পাইপ লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে বহু পরিবার বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। এই সমস্যার সমাধানের দাবিও সোমবারের বিক্ষোভে জোরালোভাবে তোলা হয়। স্থানীয়দের আন্দোলনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বিলোনিয়া মহকুমা শাসক। তিনি এলাকাবাসীর অভিযোগ শোনার পাশাপাশি পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্যও শোনেন। তবে মহকুমা শাসক ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও পূর্ত দপ্তরের কোনও পদস্থ আধিকারিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রামবাসী ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা।

পরে পূর্ত দপ্তরের একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে তেমন কোনও তথ্য দিতে পারেননি।এরপর ঠিকাদারি সংস্থার উপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে মহকুমা শাসক জানান, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে যদি সঠিকভাবে নির্মাণকাজ শুরু না হয় এবং দ্রুত কাজ সম্পন্নের উদ্যোগ না নেওয়া হয়, ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ৭ জুলাই, ২০২৬ ইং
২২ আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

রণহুঙ্কার

সিন্ধু নদ ও তার উপনদীগুলোর জল বন্টন নিয়া ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চলমান তীব্র উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতেই পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের নেতৃত্বাধীন সামরিক নেতৃত্ব যুদ্ধংদেহী অবস্থান নিয়াছে। ২০২৫ সালের এপ্রিলে কাশ্মীরের পাহেলগামে জঙ্গি হামলার পর ভারত ১৯৬০ সালের ঐতিহাসিক ''সিন্ধু জল চুক্তি'' সাময়িকভাবে স্থগিত করিবার ঘোষণা দেয়। এরপর থেকেই মূলত এই 'জল যুদ্ধ' বা ওয়াটার ওয়ারের আবহ তৈরি হইয়াছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছে, পাকিস্তান সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে বন্ধ না করা পর্যন্ত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত থাকিবে। ভারতের জলসম্পদ মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে পাকিস্তানকে আর এক ফোঁটা বাড়তি জলও দেওয়া হইবে না। ভারত নদীগুলোর ওপর বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও টানেল নির্মাণের কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়া যাইতেছে।পাকিস্তানের মোট কৃষিকাজ ও অর্থনীতির প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ নির্ভর করে সিন্ধু, ঝিলাম ও চেনাবএই তিনটি পশ্চিমী নদীর জলের ওপর। ভারতের জল আটকে দেওয়ার বা পথ ঘুরাইয়া দেওয়ার পদক্ষেপে পাকিস্তান তীব্র খরা ও দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হইতে পারে বলিয়া তাহাদের আশঙ্কা। সম্প্রতি পাকিস্তানের কোর কমান্ডারদের বৈঠকে সেনাপ্রধান আসিম মুনির দেশের 'ন্যায্য জলের অংশ' নিশ্চিত করিতে সব ধরনের সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছেন। এর আগে পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি জানাইয়াছিল, জল আটকানো বা ঘুরাইয়া দেওয়ার যেকোনো পদক্ষেপকে তাহারা 'যুদ্ধের শামিল' বলিয়া গণ্য করিবে। এমনকি পাকিস্তানের মন্ত্রীরাও ভারতের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়াছেন।পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক মঞ্চে এবং বিভিন্ন সময়ে পরোক্ষভাবে হুমকি দিয়াছে যে, সিন্ধু নদের ওপর ভারত যদি কোনো বড় বাঁধ বা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করে জল আটকানোর চেষ্টা করে, তবে তাহারা ক্ষেপণাস্ত্র বা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহা গুঁড়াইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। ১৯৬০ সালের পর থেকে যে চুক্তিটি বড় বড় যুদ্ধ ও কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেও টিকিয়া ছিল, ভারতের তাহা স্থগিত করিবার সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের জন্য মরণবাঁচন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর এই কারণেই পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির ও দেশটির সরকার জলে অধিকার রক্ষায় যুদ্ধের প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়া চলিয়াছে।

যুদ্ধের হুঙ্কারের পরম্পরা এখনও চালাইয়াছে পাকিস্তান! সিন্ধুর জল বন্টন ইস্যুতে সদ্য দিল্লি নিজের পুরনো অবস্থান আরও একবার স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। তারপর ফের পাকিস্তানের বুক থেকে পিপিপি নেতা বিলাওয়াল ভুট্টোর কণ্ঠে শোনা গেল ভারত বিরোধিতার সুর। শুধু তাই নয়, স্বভাবসিদ্ধভাবে তিনি সদ্য এক জমায়েতে ভারতের বিরুদ্ধে সুর তুলিয়াছেন।সদ্য পাকিস্তানে এক সভা মঞ্চ থেকে পিপিপির নেতা বিলাওয়াল ভুট্টো বলেন,''পাকিস্তান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং সিন্ধু নদীর অধিকারের বিষয়ে কখনোই কোনও আপস করিবে না। এটি নদীর জলকে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের একটি প্রচেষ্টা।'' উল্লেখ্য, সিন্ধুর জল নিয়া গত বেশ কিছুটা সময় ধরিয়া সরব হইয়া আসিতেছে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক নানান মঞ্চে পাকিস্তান এই ইস্যুতে সরব। তবে ফের একবার পাকিস্তানি মদতপুষ্ট সন্ত্রাসের কথা মনে করাইয়া দিয়া ভারত সাফ জানাইয়াছে, ২০২৫ সালে পহেলগাঁও হামলার প্রতিবাদে সিন্ধুর জল বন্টন নিয়া যে সিদ্ধান্ত দিল্লি নিয়াছে কূটনৈতিক আঙিনায়, সেই সিদ্ধান্তে দিল্লি অনড় থাকিবে। সদ্য বিদেশমন্ত্রকের তরফে মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেন, ''সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদে সমর্থন ত্যাগ করিবার বিষয়টি পাকিস্তানকে বিশ্বাসযোগ্য ও অপরিবর্তনীয়ভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে।'' বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত এই চুক্তিটি ১৯৬০ সাল থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদ অববাহিকার জল বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে।গত সপ্তাহে ইসলামাবাদে আয়োজিত এক সেমিনারে পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার ভারতের চুক্তিটি স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া জোর দিয়া বলেন যে, চুক্তিটি এখনও বৈধ, বাধ্যতামূলক ও কার্যকর' রহিয়াছে। এ বিষয়ে ইসলামাবাদের অবস্থানেরই প্রতিফলন ঘটিয়াছে ভুট্টো-র মন্তব্যে, পাশাপাশি সামরিক সংঘাতের হুঁশিয়ারি দিয়া তিনি পরিস্থিতির উত্তাপ আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন বলিয়াও মনে করিতেছেন অনেকে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পেহলগাঁওয়ে নারকীয় সন্ত্রাস হানার প্রতিবাদে সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি বাতিল করে দিল্লি। এরপর পাকিস্তানের তরফে নানানভাবে দিল্লির ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা হইলেও তার সামনে পুরনো অবস্থানেই অনড় থাকে দিল্লি।

কমলপুরে সিআইটিইউ নেতার বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ, দোষীদের গ্রেফতারের দাবি রাজ্য নেতৃত্বের

আগরতলা, ৬ জুলাই: ধলাই জেলার কমলপুরে সিআইটিইউ নেতা দেবাশীষ দাসের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে সিআইটিইউর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী। সোমবার এক বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে সিআইটিইউর অভিযোগ, গত ৫ জুলাই গভীর রাতে কমলপুর মহকুমা সিআইটিইউ কমিটির সম্পাদক ও রাজ্য ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য দেবাশীষ দাসের বাড়িতে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়। সংগঠনের দাবি, দুষ্কৃতীরা বাড়ির বিভিন্ন ঘরে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে বাড়ির প্রায় সব কটি ঘর আগুনে পুড়ে যায়। তবে দেবাশীষ দাস এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা কোনোরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণে রক্ষা পান।

সিআইটিইউর অভিযোগ, এই হামলার পেছনে বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতীরা জড়িত। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তপন দাস বিবৃতিতে বলেন, শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের ওপর হামলা চালিয়ে বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শ্রমজীবী মানুষের গণআন্দোলনকে দমিয়ে রাখা যাবে না। তিনি এই ঘটনাকে 'বর্বরোচিত' ও 'অমানবিক' বলে উল্লেখ করেন।

সিআইটিইউর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে রাজ্যজুড়ে এই ঘটনার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ও শ্রমজীবী মানুষকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠন।

হরমুজ ঝড়ের মোকাবিলা

ভারত কীভাবে চরম জ্বালানি সংকটের সামাল দিল

শ্রী হরদীপ সিং পুরী

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে যখন হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যায়, তখন ভারত সরকার একটিমাত্র বিষয়কেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিল, যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। সেই অগ্রাধিকারের বিষয়টি ছিল- সরবরাহ ব্যবস্থা ও জ্বালানীর মূল্যের ক্ষেত্রে সৃষ্ট নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলার হাত থেকে যে করেই হোক দেশের নাগরিকদের, বিশেষ করে সবচেয়ে অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা মানুষদের রক্ষা করা। এই সিদ্ধান্তটি ছিল খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিজস্ব এবং আধুনিক ইতিহাসের বৃহত্তম জ্বালানি-সংকটজনিত এই পরিস্থিতির প্রায় চার মাস জুড়ে সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর ও অটুট থেকেছে।

বাস্তব পরিস্থিতি স্পষ্ট হওয়ার আগেই ভারতের ভাগ্য যেন নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। যুক্তি ছিল এমন- যে দেশ তার অপরিশোধিত তেলের ৮৫ শতাংশেরও বেশি আমদানি করে, তারা হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার ধাক্কা সামলাতে পারবে না। অথচ বিশ্বের ২০-৩০ শতাংশেরও বেশি হাইড্রোকার্বন এই পথ দিয়েই পরিবাহিত হয়। বলা হয়েছিল, কয়েক দিনের মধ্যেই পাম্পগুলো তেলশূন্য হয়ে পড়বে, জ্বালানির দাম আকাশচুম্বী হবে (যেমনটা অন্য অনেক দেশে হয়েছিল) এবং দেশের অর্থনীতি ধসে পড়বে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তেলের মজুত পূর্ণ রয়েছে, পাম্পগুলো সচল রয়েছে, এবং এই সংকটের সময়ে বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় ভারতীয় ভোক্তারা জ্বালানির জন্য কম মূল্য দিয়েছেন। কীভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হলো এবং সেই প্রক্রিয়ায় যেসব ভুল ধারণার মোকাবিলা করতে হয়েছে, সেগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর চালানো হামলার ফলে বিশ্ব জ্বালানি মানচিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ''চোকপয়েন্ট'' বা সংকীর্ণ কৌশলগত পথটি বন্ধ হয়ে যায়। ভারতের জন্য এলপিজি বা রান্নার গ্যাস নিয়ে পরিস্থিতিটি ছিল সবচেয়ে বড় পরীক্ষার বিষয়। কারণ যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রাচ্যই হলো বিশ্বের প্রধান দুটি এলপিজি রপ্তানিকারক অঞ্চল। ভারতের মোট এলপিজি ব্যবহারের প্রায় ৬০ শতাংশই আসত মধ্যপ্রাচ্য থেকে, অথচ সেই সরবরাহের বড় একটি অংশ প্রায় রাতারাতি শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। এরপরই শুরু হয় সরবরাহ ও চাহিদা-উভয় দিক সামাল দেওয়ার এক নিবিড় ও জরুরি কার্যক্রম; যার আওতায় প্রতিটি কার্গো, শোধনাগার ও বোতলজাতকরণ কেন্দ্রের ওপর কঠোর নজরদারি চালানো হয়, যাতে দেশের প্রতিটি রান্নাঘরে রান্নার আগুন সচল থাকে।

সরবরাহের দিক থেকে বিবেচনা করলে, ৮ই মার্চ ''এলপিজি কন্টোল অর্ডার'' পাস করা হয়। এর আওতায় সমস্ত শোধনাগারকে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন তারা এলপিজি উৎপাদন সর্বোচ্চ করার লক্ষ্যে তাদের সমস্ত সি৩-সি৪ কার্বন প্রবাহকে সেই কাজে নিয়োজিত করে। যেসব শোধনাগার আগে কখনও রান্নার গ্যাস উৎপাদন করেনি, সেগুলোকে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই নতুনভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং উৎপাদন দৈনিক ৩৫ টিএমটি থেকে বাড়িয়ে ৫৪ টিএমটি-তে উন্নীত করা হয়। যুদ্ধের চরম উত্তেজনার মুহূর্তে, যখন হরমুজ প্রণালী দিয়ে কোনো জাহাজই চলাচল করছিল না, তখন কোনো রকম টোল বা মাশুল না দিয়েই ১২টিরও বেশি ভারতীয় এলপিজি-বাহী জাহাজকে গোপনে সেখান থেকে বের করে আনা হয় -যা ছিল যেকোনো দেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যা। পণ্য বা কার্গো সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয় এবং লোহিত সাগর হয়ে ইয়ানবু ও ফুজাইরাহ বন্দর থেকে জাহাজের মাধ্যমে সরাসরি পণ্য স্থানান্তর (জাহাজ থেকে জাহাজে) সম্পন্ন করা হয়। একদিকে যখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছিল, তখন খালি জাহাজগুলোকে হরমুজের ভেতরে পাঠিয়ে নতুন পণ্য সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি আলজেরিয়া, জাপান ও কানাডার মতো বেশ কয়েকটি দেশের সাথে নতুন সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। যেসব দেশ এলপিজি রপ্তানি করতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকের জ্বালানিমন্ত্রীর সাথে আমি একাধিকবার আলোচনা করেছি। আমাকে বলতেই হবে যে, উপসাগরীয় অঞ্চলের ভেতরে বা বাইরে- যাদের সাথেই আমরা কাজ করেছি, সেই প্রতিটি উৎপাদনকারী দেশই আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তবে কেবল সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই যথেষ্ট ছিল না। চাহিদার বিষয়টিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। গৃহস্থালির রান্নার গ্যাসের সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছিল এবং কালোবাজারিদের হাতে এই মূল্যবান জ্বালানি যাতে চলে না যায়, তা রোধ করতে ডিজিটাল অথেন্টিকেশন কোড (ডিএসি) বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। সিলিন্ডার সংগ্রহের ক্ষেত্রে ২৫ দিন ও ৪৫ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যাতে প্রতিটি নাগরিক প্রয়োজনে সিলিন্ডার পেতে পারেন, কিন্তু কেউ তা মজুত করে রাখতে না পারেন। বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ না থাকায় এবং কোনো একক ক্রেতা চাইলে সমস্ত মজুত একবারে কিনে নিতে পারার ঝুঁকি থাকায়, এগুলোর বণ্টন শিল্প সংগঠন ও রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মাধ্যমে করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর ফলে সবাই পর্যাপ্ত গ্যাস পেতেন এবং কেউ মজুতদারি করতে পারতেন না। শিল্পকারখানাগুলোকে পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস (পিএনজি) ব্যবহারের দিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং বড় রান্নাঘর ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেখানে সম্ভব অন্য জ্বালানি ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল। পাশাপাশি গৃহস্থালির পাইপড গ্যাস ও সিএনজি (সিএনজি)-কে সরবরাহ- বিচ্ছিন্নতার আওতামুক্ত (নো কাট ক্যাটাগরি) রাখা হয়েছিল। দ্রুত পৌর-অনুমোদনের ব্যবস্থা করে পাইপড গ্যাস সংযোগে রূপান্তর প্রক্রিয়া সহজতর করতে পুরো সরকারি প্রশাসন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছিল। অনেক প্রকৃত ব্যবহারকারী- যাদের মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকরাও ছিলেন, তাঁরা আগে এজেন্টদের কাছ থেকে সিলিন্ডার কিনতেন। কিন্তু ডিএসি-এর বাধ্যবাধকতার কারণে এজেন্টরা আর তা সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে সারা দেশে ৫ কেজির ''ফ্রি ট্রেড সিলিন্ডার'' (এফটিসি) উপলব্ধ করা হয়েছিল, যা ব্যবহারের হার প্রায় দ্বিগুণ না হওয়া পর্যন্ত চালু রাখা হয়। আতঙ্ক সৃষ্টিকারী ও বিপর্যয়বাদীরা কৃত্রিম সংকট, আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলার পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে মিথ্যা গুজব ও ভুয়া ভিডিও ছড়াতে শুরু করেছিল। অথচ সরকার তখন দেশের কোথাও যাতে সরবরাহে কোনো প্রকৃত ব্যাঘাত না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে ''ওয়ার রুম''-এর মতো তৎপরতায় প্রতিদিন একাধিক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিচ্ছিল।

এই সমস্তকিছুর মূলে ছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃঢ় সংকল্প- আর তা হল, সরকারি কোষাগারে এরফলে যতই বোঝা পড়ুক না কেন, দেশের নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত-পরবর্তী জ্বালানি সংকট এবং প্রাণঘাতী কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলায়ও ভারত এই নীতিই মেনে চলেছিল। ফেব্রুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে রান্নার গ্যাসের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বা ''সৌদি সিপি''-র দাম প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। অথচ, আমদানি-নির্ভর সেই দরে যে সিলিন্ডারের দাম ১,৬০০ টাকার বেশি হওয়ার কথা, তা ''উজ্জ্বলা'' প্রকল্পের সুবিধাভোগী পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছায় মাত্র ৬৪২ টাকায়। মোদী সরকার প্রতিটি ''উজ্জ্বলা'' সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে প্রায় ৯০০ টাকা এবং অন্যান্য সাধারণ পরিবারের জন্য সরবরাহ করা প্রতিটি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে প্রায় ৬০০ টাকার ভর্তুকির বোঝা (বা ক্ষতি) বহন করছে। এর ফলে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, স্পেন বা ফ্রান্সের তুলনায় ভারতের পরিবারগুলোকে রান্নার গ্যাসের জন্য অনেক কম মূল্য দিতে হচ্ছে।

মার্চ মাসে প্রতি লিটারে ১০ টাকা হারে কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক কমানোর মতো অত্যন্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপটি মূল্যবৃদ্ধির বড় ধাক্কাটি সামাল দিতে সাহায্য করেছিল। কারণ সেই সময়ে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল এবং রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলো ওই ত্রৈমাসিক সময়জুড়ে প্রতিদিন ৫০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকারও বেশি লোকসান বহন করছিল। একই সময়ে, আমেরিকার পেট্রোল পাম্পগুলোতে জ্বালানির দাম ৪০ শতাংশেরও বেশি এবং ব্রিটেনে প্রায় ২০ শতাংশ বেড়েছিল। এমনকি ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই দাম দুই অঙ্কের হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, অথচ ভারতে এই মূল্যবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের আশেপাশেই সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছিল।

আরেকটি ধারণা বা বয়ান ছিল যে, এরফলে সামগ্রিক অর্থনীতি ধসে পড়বে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। রিজার্ভের বর্তমান অবস্থাই এর জবাব দিচ্ছে। এর পরিমাণ প্রায় ৬৯০ বিলিয়ন ডলার, যা সংঘাত শুরুর ঠিক সেই সপ্তাহে রেকর্ড করা সর্বকালের সর্বোচ্চ পরিমাণ থেকে সামান্যই কমেছে; আর গত প্রান্তিকে ভারতের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮ শতাংশ।

বলা হয়ে থাকে যে, ভারতের কাছে মাত্র ৮ বা ৯ দিনের জ্বালানি মজুদ রয়েছে এবং এর চেয়ে বেশি মজুদ রাখার মতো প্রকৃত সক্ষমতা তাদের নেই। এমন দাবি দেড়শ কোটি মানুষের বিশাল এক জ্বালানি-অর্থনীতি কীভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে ভুল ধারণারই বহিঃপ্রকাশ। কোনো দেশ কেবল কয়েকটি ভূগর্ভস্থ গুদাম বা 'ক্যাভার্ন'-এর ওপর নির্ভর করে চলতে পারে না। কারণ মাটির নিচে আটকে রাখা জ্বালানি থেকে কোনো আয় হয় না, অথচ তা ধরে রাখার পেছনে বিপুল ব্যয় বহন করতে হয়। এর পরিবর্তে দেশ চলে আমদানি টার্মিনাল, ডিপো, পাইপলাইন, শোধনাগার এবং সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সংরক্ষণাগারের সমন্বয়ে গঠিত এক ব্যবস্থার মাধ্যমে। বর্তমানে ভারতে ২৪টি শোধনাগার, ৪৭ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি তেল ও গ্যাস পাইপলাইন এবং ১ লাখেরও বেশি পেট্রোল পাম্প রয়েছে, যা প্রতিদিন প্রায় ৮ কোটি মানুষের জ্বালানির চাহিদা মেটাচ্ছে।

সেই ব্যবস্থার প্রকৃত পরীক্ষা কোনো 'সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বক্তা'-র স্লাইডে দেখানো পরিসংখ্যান নয়। আসল পরীক্ষাটি হলো - আধুনিক যুগের বৃহত্তম জ্বালানি সংকটের প্রায় চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও দেশটিকে কি তার নাগরিকদের ওপর জোর করে রেশনিং চাপিয়েছে? গাড়ির নম্বরের জোড়-বিজোড় নিয়ম মেনে জ্বালানি বণ্টন করতে হয়েছে? অফিস বন্ধ করে কর্মীদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হয়েছে? কিংবা প্রতিদিন বিকেল ৫টায় পেট্রোল পাম্প বন্ধ করে দিতে হয়েছে? ভারতকে এর কোনোটিই করতে হয়নি। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছিল কেবল এই কারণে যে, বিগত বছরগুলোতে এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। অপরিশোধিত তেল আমদানির উৎস-দেশ ২৭টি থেকে বাড়িয়ে ৪১টিতে উন্নীত করা, আমদানি টার্মিনালের সংখ্যা দ্বিগুণ করা এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর আমলে এক দশক ধরে গড়ে তোলা পাইপলাইন ও মজুত ভাণ্ডার- এসব কোনোটিই নিছক তাত্ত্বিক কোনো বিষয় ছিল না। যখন শেষ পর্যন্ত সেই গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক প্রণালীটি (হরমুজ) বন্ধ হয়ে গেল, তখন এই পদক্ষেপগুলোই নিশ্চিত করেছিল যে দেশের আলো জ্বলতে থাকবে।

এই মাত্রার একটি সংকট কোনো একটি দেশকে তার আসল সক্ষমতাকেই তুলে ধরে। ভারত হরমুজ প্রণালী বন্ধের ধাক্কা সামলেছে এবং দেশের কোথাও কোনো ঘাটতি ছাড়াই এর মাধ্যমে নিজেদের রসদ সরবরাহ করেছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আমাদের জ্বালানি স্থিতিস্থাপকতাকে শক্তিশালী করার জন্য অতিরিক্ত সক্ষমতা তৈরি করব, কিন্তু যখন এই সংঘাতের ইতিহাস লেখা হবে, তখন একটি লাইন টিকে থাকার যোগ্য: স্মরণকালের সবচেয়ে বড় জ্বালানি সংকট আমাদের উপকূলে এসে পৌঁছেছিল এবং এই সময়েও ১৫০ কোটি ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষিত ছিলেন।

(লেখক: কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী।)

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীর আন্দোলন; ধারা ৩৭০- এর বিরোধিতা এবং তার রহস্যময় মৃত্যু: ইতিহাসের এক ট্র্যাজিক অধ্যায়

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে কয়েকটি ঘটনা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে এবং আজও জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীর আন্দোলন এবং ১৯৫৩ সালে শ্রীনগরে তাঁর রহস্যময় কারাবাস ও মৃত্যু। স্বাধীন ভারতের প্রথম ক্যাবিনেটে মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর; ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপরই তিনি তাঁর সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন ভারতের অখন্ডতা রক্ষা এবং জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ণাঙ্গ সংযুক্তিকরণের লড়াইয়ে। এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট; ধারা ৩৭০- এর বিরোধিতা এবং তাঁর মৃত্যুর ট্র্যাজেডি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা— ১. আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ও 'দুই প্রধান' নীতি..

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং ভারতের সাথে যোগদানের দলিলে স্বাক্ষর করলেও; তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে উপত্যকাটিকে এক বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়; যা পরবর্তীতে ভারতীয় সংবিধানের '৩৭০ নম্বর ধারা' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে জম্মু-কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধান; নিজস্ব পতাকা (নিশান) এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সমকক্ষ একজন সদর- ই -রিয়াসত' বা প্রধানমন্ত্রী (প্রধান) পদের ব্যবস্থা ছিল (তখন শেখ আব্দুল্লাহ জম্মু-কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন)। সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় ছিল— 'পারমিট প্রথা'-- যার অর্থ; ভারতের অন্য কোনো রাজ্যের নাগরিক জম্মু-কাশ্মীরে প্রবেশ করতে গেলে জম্মু-কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি বা পারমিট নিতে হতো। এমনকি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট; নির্বাচন কমিশন বা কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল - এর এক্তিয়ারও তখন কাশ্মীরে কার্যকর ছিল না। ২. ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক বিরোধিতা ও জাতীয়তাবাদী হুংকার..

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই বিশেষ মর্যাদাকে ভারতের অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এক বিরাট আঘাত হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন; এই ব্যবস্থা কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেবে এবং কালক্রমে ভারতকে খন্ডিত করবে। জম্মু অঞ্চলের 'প্রজাপরিষদ' যখন শেখ আব্দুল্লাহর একনায়ক তন্ত্র এবং বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে; তখন ডঃ মুখোপাধ্যায় তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ান। সংসদের ভেতরে ও বাইরে তিনি নেহরু সরকারের কাশ্মীর নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এই সময়ই তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত স্লোগানটি দেন; যা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে:

'এক দেশ মে দো বিধান; দো প্রধান অউর দো নিশান নেহি চলেঙ্গে।' (এক দেশে দুটি সংবিধান; দুজন প্রধান এবং দুটি পতাকা চলতে পারে না।) তিনি দাবি করেন; জম্মু- কাশ্মীরকে ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতোই সম্পূর্ণ এবং শর্তহীন ভাবে ভারতীয় সংবিধানের অধীনে আনতে হবে। ৩. ১৯৫৩ সালের কাশ্মীর অভিযান ও ঐতিহাসিক গ্রেফতারি.. আন্দোলনকে তীব্র রূপ দিতে ১৯৫৩ সালের মে মাসে ডঃ মুখোপাধ্যায় নিজে পারমিট প্রথা অমান্য করে কাশ্মীরে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫৩ সালের ১১ই মে তিনি ট্রেনের মাধ্যমে পাঞ্জাব হয়ে জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তের মাধোপুরে পৌঁছান।

এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও আইনি কূটকৌশল লক্ষ্য করা যায়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাতে কাশ্মীর সীমান্তে পৌঁছানোর আগে গ্রেফতার না হন; তার জন্য পাঞ্জাব সরকার (নেহেরু সরকারের অধীনে) তাঁকে ভারতের ভূখন্ডে গ্রেফতার করেনি। তিনি যখন রাভী নদী পার হয়ে জম্মু-কাশ্মীরের সীমানায় পা রাখেন; তখন শেখ আব্দুল্লাহর পুলিশ তাঁকে ৩৭০ ধারার আইনি ক্ষমতাবলে এবং পারমিট না থাকার অপরাধে গ্রেফতার করে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থক এবং বহু ইতিহাসবিদদের মতে; এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক চাল। ভারতের সীমানায় গ্রেফতার হলে তিনি সুপ্রিম কোর্টে 'হেবিয়াস কর্পাস' পিটিশন দাখিল করে মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পেয়ে যেতেন। কিন্তু কাশ্মীরের নিজস্ব আইন ও সংবিধান থাকায় সেখানে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের কোনো এক্তিয়ার ছিল না; যার ফলে তাঁকে সেখানে আইনি সুরক্ষা ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী করে রাখা সম্ভব হয়।

৪. শ্রীনগরে বন্দী দশা ও রহস্যময় মৃত্যু.. গ্রেফতারের পর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে জম্মুর বদলে শ্রীনগরের একটি প্রত্যন্ত জরাজীর্ণ ছোট বাংলোয় (যা অস্থায়ী জেলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল) বন্দী রাখা হয়। ৫২ বছর বয়সী এই জননেতা আগে থেকেই হৃদরোগ এবং পায়ে ব্যথার সমস্যায় ভুগছিলেন। শ্রীনগরের সেই প্রচন্ড ঠান্ডা এবং উপযুক্ত চিকিৎসাবিহীন পরিবেশ তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটায়। ২২ শে জুন; ১৯৫৩: তাঁর বুকে তীব্র ব্যথা শুরু হয় এবং পরদিন সকালে তাকে শ্রীনগরের একটি সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ২৩ শে জুন; ১৯৫৩: ভোর ৩টে ৪০ মিনিটে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মৃত্যুর চারপাশের কুয়াশা ও রহস্য.. ডঃ মুখোপাধ্যায়ের এই আকস্মিক মৃত্যু দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ সন্দেহের জন্ম দেয়। বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য এই মৃত্যুকে রহস্যের আবরণে ঢেকে দেয়

১. ভুল ইনজেকশনের অভিযোগ: হাসপাতালে ডঃ মুখোপাধ্যায়কে 'অ্যামিনো ফাইলিন' নামক একটা ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায় নিজেই ডাক্তারদের জানিয়েছিলেন যে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক তাঁকে এই ওষুধটি দিতে নিষেধ করেছিলেন; কারণ এটি তাঁর শরীরের জন্য উপযুক্ত ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁকে কেন সেই ওষুধ দেওয়া হলো; তা আজও অনুদ্ঘাটিত।

২. তদন্ত কমিটির অস্বীকৃতি.. ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধা মাতা যোগমায়া দেবী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে একাধিক চিঠি লিখে ছেলের মৃত্যুর একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছিলেন। কিন্তু নেহেরু সরকার সেই দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে জানান যে; মৃত্যুর পিছনে কোনো রহস্য নেই। সরকারের এই অনীহা সন্দেহকে আরোও ঘনীভূত করে।

৩. রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব.. অটল বিহারী বাজপেয়ি (যিনি এই সফরে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের সাথে সহযোগী হিসেবে ছিলেন) এবং বলরাজ মাধোকের মত সমকালীন নেতারা স্পষ্ট অভিযোগ করেছিলেন যে; এটি সাধারণ মৃত্যু ছিল না, বরং এটি ছিল নেহেরু ও শেখ আব্দুল্লাহ সরকারের একটি যৌথ 'রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড'।

৫. দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও অবসান.. ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই রহস্যময় মৃত্যু বৃথা যায়নি। তাঁর এই সর্বোচ্চ বলিদানের তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় ভারতের রাজনীতিতে.. দেশের অভ্যন্তরে তীব্র চাপের মুখে পড়ে নেহেরু সরকার জম্মু-কাশ্মীর থেকে বিতর্কিত 'পারমিট প্রথা' তুলে নিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে শেখ আব্দুল্লাহকে প্রধানমন্ত্রী থেকে অপসারণ করে গ্রেফতার করা হয়। কালক্রমে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট; নির্বাচন কমিশন এবং ক্যাগের এক্তিয়ার কাশ্মীরে প্রসারিত হয়। ২০১৯ সালের ৫ই আগস্ট ভারত সরকার যখন জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ক্ষুন্ন করে ৩৭০ নম্বর ধারা ও ৩৫- এ ধারা রদ করে এবং উপত্যকাটিকে ভারতের মূল ভূখন্ডের সাথে সম্পূর্ণভাবে একীভূত করে; তখন ডঃ মুখোপাধ্যায়ের সেই অর্ধশতক প্রাচীন স্বপ্ন ও রাজনৈতিক দর্শনেরই চূড়ান্ত বাস্তবায়ন ঘটে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেবল স্বাধীন ভারতের প্রথম রাজনৈতিক শহীদই নন; বরং তিনি ছিলেন এমন একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক যিনি জানতেন যে ভূখণ্ডের অখন্ডতা ছাড়া একটি জাতি কখনো দীর্ঘজীবী হতে পারে না। কাশ্মীরের বরফাবৃত উপত্যকায় তাঁর জীবনের ট্র্যাজিক অবসান ঘটেছিল; তা ভারতের জাতীয় সংহতির ইতিহাসে এক চিরন্তন এবং আপোসহীন ত্যাগের প্রতীক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তমলুক ;পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার-
৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক তাঁর বাসভবনে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। ছবি নিজস্ব।

নতুন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি উৎপাদন ও উদ্ভাবনে গতি আনছে যুবসমাজের সামনে খুলছে বিশ্বজোড়া সুযোগ: পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (আইএএনএস): ভারতের নতুন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলি (এফটিএ) উৎপাদন ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে এবং দেশের যুবসমাজের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতার দরজা খুলে দিচ্ছে বলে সোমবার মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

নয়াদিল্লি থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট উদয়পুর-এর দ্বিভাষিক অনলাইন ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, নতুন বাণিজ্য চুক্তিগুলির ফলে তৈরি হওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে ছাত্রছাত্রীদের বাস্তবভিত্তিক দক্ষতা অর্জন এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে।

তিনি বলেন, 'বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে দেশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশ্বের দরজা এখন উন্মুক্ত।' তাঁর মতে, নতুন এফটিএগুলি একদিকে যেমন উৎপাদন খাতকে শক্তিশালী করছে, তেমনই উদ্ভাবনের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

পীযূষ গোয়েল ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করলে দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে নিজেদের আরও ভালোভাবে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশে প্রায় ১০০ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী থাকায় জাতীয় শিক্ষা নীতি-র লক্ষ্য অনুযায়ী ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে মানসম্মত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, আইআইএম উদয়পুরের অনলাইন দ্বিভাষিক বিবিএ কোর্সটি একটি অনন্য উদ্যোগ, যা গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমাতে সহায়তা করবে। অবস্থান বা আর্থিক সামর্থ্য নির্বিশেষে মেধাবী শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে উচ্চমানের ব্যবস্থাপনা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

তাঁর মতে, হিন্দি ও ইংরেজিদুই ভাষায় এই কোর্স চালু হওয়ায় বিভিন্ন পটভূমির শিক্ষার্থীরা নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের ভাষায় আইআইএম-মানের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।

পীযূষ গোয়েল বলেন, 'এখন আইআইএম-এর শ্রেণিকক্ষের পাঠ মোবাইল বা কম্পিউটারের পর্দায় দেখা যাবে।' তিনি জানান, ভিলওয়ারার ছোট দোকান থেকে শুরু করে বস্তারের মতো প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীরাও ল্যাপটপ, স্মার্টফোন বা অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে এই কোর্সে অংশ নিতে পারবেন। ক্লাস অনলাইনে হলেও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পরীক্ষা অফলাইনে নেওয়া হবে।

এছাড়া, এই হাইব্রিড শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মিত সরাসরি সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়েরও প্রস্তাব দেন। তাঁর বক্তব্য, ব্যবস্থাপনা শিক্ষা শুধু শ্রেণিকক্ষের পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুন: মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার দোষীদের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ জুলাই (আইএএনএস): দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ১২ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে সোমবার দুপুরে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সুবেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তি, প্রয়োজনে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার জন্য সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

বারুইপুর পুলিশ জেলার এক আধিকারিক জানান, রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) সোমবার দুপুরে বারুইপুর বাজার এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত আনন্দ সরকার-কে গ্রেফতার করেছে।

এই মামলায় এর আগে আরও দু''জন অভিযুক্ত, প্রবাস মণ্ডল এবং দিবাকর সর্দার-কে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের সোমবারই অথবা মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি জেলা আদালতে তোলা হবে। সরকারি কেঁসুলি তাঁদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানাবেন।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটি অত্যন্ত নৃশংস ঘটনা। নিহতের পরিবার যা চাইছে, সরকার সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে। দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে।'

এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ চলাকালীন এক ব্যক্তিকে উত্তেজিত জনতা পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, এর পিছনে সাম্প্রদায়িক যোগ রয়েছে।

তিনি বলেন, 'এখনই সব তথ্য প্রকাশ করব না। তবে রবিবার বিক্ষোভের নামে যেভাবে রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে, তা ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলন এবং সম্প্রতি ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল-বিরোধী বিক্ষোভের কথা মনে করিয়ে দেয়।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রবিবারের বিক্ষোভে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী-এর দুই জওয়ান আহত হন এবং পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

রবিবার সকালে একটি পুকুর থেকে ১২ বছরের ওই নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, তাকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে।

নতুন করে উত্তেজনার আশঙ্কায় বারুইপুর পুলিশ জেলা ইতিমধ্যেই তাদের অধীন তিনটি থানার এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩-এর ১৬৩ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

অবরোধের জেরে কিছু সময়ের জন্য ওই সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং যান চলাচল পুনরায় শুরু হয়। জেলা কংগ্রেসের নেতারা জানান, অবিলম্বে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটবেন তারা। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের এই মৌলিক সমস্যার দ্রুত সমাধানে সরকারের হস্তক্ষেপও দাবি করেন আন্দোলনকারীরা।

ঠিকাদার সংস্থা

● প্রথম পাতার পর

তাহলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি তিনি এলাকাবাসী, জনপ্রতিনিধি ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করেন যে প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করছে। এই বিষয়ে আশ্বাস দেন বিলোনিয়া মহকুমা শাসক দেবজ্যোতি রায়।

গ্রেপ্তার ৫

● প্রথম পাতার পর

তদন্তের স্বার্থে একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং সোমবার বিকেলে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন পায়েল আলম, কবির হোসেন, ঝুটন পোদ্দার, সাগর আলম এবং মহজ চাঁদ হোসেন। তদন্তে ফেরদৌস মিয়া ও মিঠুন মিয়ার নামও উঠে এসেছে বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে। ফেরদৌস মিয়া বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি ছিলেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো নিশ্চিত বক্তব্য দেওয়া হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও আদালতে এখনও কোনো দোষ প্রমাণিত হয়নি।পুলিশ জানিয়েছে, মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং ঘটনার মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে বিশালগড় এলাকায় অপরাধের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা দ্রুত, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রশ্নে ছিলেন আপোষহীন।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী টাউনহল প্রাঙ্গণে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১৩ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের মূর্তি বসানোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ভূমি পূজন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মূর্তি স্থাপনের যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল তা কেবল একটি নির্মাণ প্রকল্পের সূচনা নয়, এটি আমাদের ইতিহাস ও জাতীয় মূল্যবোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর এক প্রতীক। এই মূর্তি আগামী প্রজন্মকে মহান এক মনীষির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে এবং দেশ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করবে। বর্তমান এবং নতুন প্রজন্মের জন্য এই মূর্তি হবে দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার এক অনুপ্রেরণা কেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে এমন বহু রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন যারা দেশের জন্য আত্মবলিদান দিয়েছেন, কিন্তু তাদের এই ইতিহাসকে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি। ড. শামাপ্রসাদ মুখার্জী, পন্ডিত দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়ের মতো রাষ্ট্রনায়কগণ আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে দেশের সেবা করতে হয়। তাদের আদর্শকে পাথেয় করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে আরও উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, আজকের দিনটি আমাদের কাছে একটি ঐতিহাসিক দিন। এই দিনেই আমরা এমন একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে পেয়েছি। তাঁর জীবন দর্শন আলোচনা আমাদের সকলকে সমৃদ্ধ করবে এবং দেশের জন্য আত্মত্যাগের মনোবল যোগাবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এক অখন্ড ভারত গঠনই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর কর্মজীবনের চিন্তা-চেতনা-ভাবনায় আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে এক ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনে এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, এই হল প্রাঙ্গণে তাঁর ১৩ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপন করা হবে আগামী তিন চার মাসের মধ্যেই। দ্বিতীয়ত, আগরতলা কাসারিপট্টি তে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নামে একটি পেপারলেস, সিভিল কর্পোরেট হসপিটালও স্থাপন করা হবে বলে তিনি জানান।ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মূর্তির ভূমি পূজন অনুষ্ঠানে বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক মিনারানী সরকার, মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান ঝর্ণা দেববর্মা, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত এবং আগরতলা পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্পোরেটরগণ উপস্থিত ছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবনী নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও টাউনহল প্রাঙ্গণে তাঁর জীবনের বিভিন্ন মুহুর্তের ফটো প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সারা রাজ্যে ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

আগরতলা।। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যে আজ ভারত কেশরী ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। উদয়পুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গোমতী জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক জীতেন্দ্র মজমদার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজমদার। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

ধর্মনগর : ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান আজ ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়, উত্তর ত্রিপুরা জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয় ও ধর্মনগর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাচক্র ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। বিধায়ক জহর চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ, প্রাক্তন বিধায়ক মলিনা দেবনাথ, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা রিপন চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন। বিধায়ক জহর চক্রবর্তী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আদর্শ সম্পর্কে আলোকপাত করে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা রিপন চাকমা। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীবৃন্দ।

জিরানীয়া : আজ রাণীরবাজার গীতাঞ্জলি হলে জিরানীয়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং রাণীরবাজার পুর পরিষদের সহযোগিতায় ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগরপঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস। অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন, আদর্শ ও দেশের প্রতি অসামান্য অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মরণ করেন অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সঞ্জয় দেবনাথ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন রাণীরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস।

পানিসাগর : ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান আজ পানিসাগর টাউনহলে অনুষ্ঠিত হয়। পানিসাগর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় ও পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস, নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন ধনঞ্জয় দেবনাথ, সমাজসেবী নিরূপম দে, সমাজসেবী ধনঞ্জয় দাস, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ডেপুটি সিইও আয়নুল হক খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্যুইজে সঠিক উত্তরদাতা ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

কৈলাসহর : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আজ কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে মহকুমা ভিত্তিক ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের ওএসডি বেণীমাধব চক্রবর্তী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সুকান্ত মলসই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবনী ও আদর্শ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিগণ ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মুক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

মোহনপুর : মোহনপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং মোহনপুর পুর পরিষদ ও মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় আজ মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের বিআরসি হলে মোহনপুর মহকুমাভিত্তিক ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের কাউন্সিলর শ্যামল দেবনাথ, কার্তিক আচার্য ও প্রদীপ দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তনু বিকাশ দাস, মোহনপুর পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও ধীরপদ দেবনাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সূচনায় অতিথিবৃন্দ ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরিবর্তীতে বক্তারা তাঁর জীবন, আদর্শ, শিক্ষা, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা এবং দেশের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অশোক দেববর্মা।

বিলোনীয়া : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং বিলোনীয়া পুর পরিষদের সহযোগিতায় আজ বিলোনীয়ার কলেজ স্কোয়ারস্থিত অগিবীণা কমিউনিটি হলে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে মহকুমা ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাসজেবী তাপস ভট্টাচার্য, পুর পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, সমাজসেবী নকুল পাল, গৌতম সরকার, গৌতম দত্ত গুপ্ত প্রমুখ। অতিথিগণ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবন, দেশপ্রেম এবং আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন এবং বর্তমান প্রজন্মকে তাঁর ভাবধারা অনুসরণ করার আহ্বান জানান। সভাপতিত্ব করেন পুর পরিষদের কাউন্সিলার মিঠুন দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রাজেশ দেবনাথ। পরিবেশিত হয় দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

তেলিয়ামুড়া : ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুস্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অচিন্ত ভট্টাচার্য, কাউন্সিলর মালাশ্রী সাহা, খোয়াই জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সুমিত কর এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শান্তিরবাজার : শান্তিরবাজার মহকুমা ভিত্তিক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী আজ মুকুট অডিটোরিয়ামে উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপা বৈদ্য, ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যব্রত সাহা, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের কাউন্সিলর শ্যামলাল দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিভিষণ চন্দ্র দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশিস ভৌমিক, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও পবিত্র দাস প্রমুখ অতিথিগণ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইসিও অনুপম পাল। সভাপতিত্ব করেন শান্তিরবাজার পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি নেপাল চন্দ্র দাস। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

সোনামুড়া : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় আজ নলছড় দশমীঘাট কমিউনিটি হলে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে সোনামুড়া মহকুমা ভিত্তিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের কার্যবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি প্রসেনজিত ঘোষ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে সোনামুড়া কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপিকা মনীষা কর্মকার, সম্মানিত অতিথি হিসাবে বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকজিত দেবনাথ, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সদস্যা বেলা দেবনাথ, সিপাহীজলা জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্যা নাসরিন আক্তার এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী বিবেকানন্দ জমাতিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আমবাসা : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ আমবাসা ইংলিশ মিডিয়াম মডেল স্কুলে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রতিমা মালাকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমবাসা পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুমন দেবনাথ, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বপন নম:, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের এসআইও বিদ্যামোহন জমাতিয়া।

কমলপুর : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে আজ কমলপুরে পিএমশ্রী কে সি গার্লস দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে মহকুমাভিত্তিক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক মনোজকান্তি দেব। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন সুব্রত মজমদার, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের সদস্য প্রশান্ত সাহা, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা রীণা দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা।

বিশালগড় : আজ বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী আয়োজিত হয় বিশালগড় চৌমুহনীস্থিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মোড়ে মুক্তমঞ্চে। প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশালগড় পুর পরিষদের কাউন্সিলর রতন দেব। এছাড়াও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কর্ম জীবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ।

কাঞ্চনপুর : কাঞ্চনপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে কাঞ্চনপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এর এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাঞ্চনপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভারত ভূষণ চাকমা।

খোয়াই: খোয়াই বিআরসি হলে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় আলোচনাসভা, ক্যুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খোয়াই সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের এসসি সাব কমিটির চেয়ারম্যান সমীর কুমার দাস। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের ওয়ার্কস স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভাপতি অনুকুল দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী অভিজিৎ সূত্রধর। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা দিলীপ কুমার দেববর্মা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক, খোয়াই কার্যালয়ের ওএসডি প্রমুখ।

জম্পুইজলা : জম্পুইজলা মহকুমার অন্তর্গত গৌরাঙ্গ সেবা আশ্রমে আজ জম্পুইজলা মহকুমা ভিত্তিক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। এর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রবীন্দ্র দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জেলার সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য শচীন কলই।

কুমারঘাট : কুমারঘাট মহকুমা ভিত্তিক ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী-২০২৬ আজ গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামে উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক ভগবানচন্দ্র দাস। আত্মপ্রকাশ সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীদের বন্দে মাতরম সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুচনা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সন্তোষ ধর, মহকুমা শাসক এন এস চাকমা ও বিশিষ্ট সমাজসেবী বিমলেন্দ দেব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক সুভাশিস সেনগুপ্ত।

ছৈলেংটা : ছৈলেংটা কমিউনিটি হলে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর এবং মেজিস্ট্রেট দীপক চন্দ্র শর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহকুমা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য রাজেশ রুদ্র পাল।

এআইডিডব্লিউএ'র উদ্যোগে আগরতলায় দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

টাইপ ৫ ডায়াবেটিসের লক্ষণ কী

ইসাবেল শ

টাইপ ৫ ডায়াবেটিস এমন একটি সমস্যা যা দীর্ঘদিন অপুষ্টিতে ভোগার কারণে তৈরি হয় বলে ধারণা করা হয়; যদিও এটিকে আলাদা একটি রোগের ধরন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচও। এ বিষয়ে এখনো যথেষ্ট প্রমাণ নেই বলে জানাচ্ছে সংস্থাটি। তবে ২৫১টি জাতীয় ডায়াবেটিস সংগঠনকে প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন (আইডএফ) গত বছর এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। কিছু বিজ্ঞানীর ধারণা, বিশ্বে প্রায় আড়াই কোটি রোগী টাইপ ৫ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে। সঙ্গে তারা এই সতর্কবার্তাও দিয়েছেন যে, এটিকে ডায়াবেটিসের অন্যান্য ধরনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলায় রোগীদের ক্ষতি হচ্ছে।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অব মেডিসিনে গ্লোবাল ডায়াবেটিস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মেরেডিথ হকিন্স মনে করেন, ডায়াবেটিসের এই ধরনটি শনাক্ত করতে না পারা 'খুবই বিস্তৃত সমস্যা' এবং এর ফলে প্রয়োজন ছাড়াই ইনসুলিন ব্যবহারের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।

'আমরা যেসব তরুণদের দেখেছি, তাদের অনেকেই সকালে আর জেগে উঠেনি,' বলেন তিনি।

ডায়াবেটিস তখনই হয়, যখন শরীর ইনসুলিনের মাধ্যমে রক্তে শর্করার মাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে তা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যেতে পারে। বিশ্বজুড়ে ৮৩ কোটিরও বেশি মানুষ এই সমস্যায় আক্রান্ত। টাইপ ১ ডায়াবেটিস হলো একটি অটোইমিউন অবস্থা, যেখানে শরীর ইনসুলিন উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। প্রসঙ্গত, অটোইমিউনের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভুলে সুস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে উল্টো আক্রমণ করে তা ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর টাইপ ২ ডায়াবেটিস ইনসুলিন প্রতিরোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে, টাইপ ৫ দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে, যা ইনসুলিন উৎপাদনকারী অগ্ন্যাশয়ের বিকাশকে প্রভাবিত করে। এই রোগীদের শরীরে কিছু ইনসুলিন তৈরি হলেও তা যথেষ্ট নয় এবং তারা ইনসুলিনের প্রতি অস্বাভাবিকভাবে সংবেদনশীল হতে পারেন। এ কারণেই প্রচলিত চিকিৎসা সবসময় কার্যকর হয় না, বরং কিছু ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর হতে পারে। কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে, এমনকি সাধারণ মাত্রার ইনসুলিনও হাইপোগ্লাইসেমিয়া সৃষ্টি করতে পারে যা প্রাণঘাতী হতে পারে। যখন রক্তে শর্করার মাত্রা বিপজ্জনকভাবে কমে যায়, সেই অবস্থাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে। অন্যান্য ধরনের মতোই, টাইপ ৫ থেকেও অন্ধত্ব, কিডনি বিকলতা, স্নায়ু ক্ষতি এবং ধীরে সারে এমন ক্ষত হতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত অঙ্গচ্ছেদের প্রয়োজন তৈরি করে। কারণ এটি প্রায়ই গুরুতরভাবে কম ওজনের তরুণদের মধ্যে দেখা যায়। তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা খুব বেশি থাকে বলে সহজেই ভুল করে এটিকে টাইপ ১ হিসেবে ধরা হয়। এটির উপসর্গও খুব মিল থাকতে পারে।

নিজের অভিজ্ঞতা জানাচ্ছিলেন উগান্ডায় বসবাসকারী নোয়েলা মুকুন্বি। ৩০ বছর বয়সী এই নারী কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের নাগরিক এবং পেশায় একজন হেয়ারড্রেসার। ২০২৩ সালে তার টাইপ ১ ডায়াবেটিস ছিল বলে শনাক্ত করা হয়। কিন্তু কিছু একটা ঠিক নেই বলে মনে হচ্ছিল তার। নোয়েলা বলেন, শরীরের গড়নের দিক থেকে তিনি সবসময়ই পাতলা ছিলেন। তার দ্বিতীয় সন্তান জন্মের কিছুদিন পর থেকেই অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। 'আমার মুখ সবসময় শুকনো থাকত। আমি খুব বেশি পানি পান করতাম, এমনকি রাতে দুই-তিনবার ঘুম ভেঙে যেত, বলেন তিনি। তিনি দ্রুত ওজন হারান, যা ৫৮ কেজি থেকে ৪৯ কেজিতে নেমে যায়। একইসঙ্গে তিনি সারাক্ষণ ক্লান্ত অনুভব করতেন, যা টাইপ ১-এর সাধারণ দুটি উপসর্গ। প্রথম যখন নোয়েলাকে ইনসুলিন দেওয়া হয়েছিল, তখন ডাক্তাররা ভেবেছিলেন তারা তার জীবন বাঁচাচ্ছেন। তবে ওই চিকিৎসা তার কাছে মারা যাওয়ার মতো অনুভূতি তৈরি করেছিল বলে জানান তিনি। প্রতিদিন নিয়মিত ইনসুলিন নেওয়া শুরু করার পর তিনি বলেন, তার মাথা ঘুরত এবং ভারসাম্য হারাতেন। একদিন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। 'আমি বাচ্চাদের কাপড় গোছাচ্ছিলাম, তখনই আমার স্বামী আমাকে মাটিতে পড়ে চিৎকার করতে দেখেন,' তিনি বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসকে বলেন। তিন বছর পর বিশেষজ্ঞরা তাকে জানান, সম্ভবত তার টাইপ ৫ ডায়াবেটিস রয়েছে।

এরপর ডাক্তাররা নোয়েলার ইনসুলিন কমিয়ে দেন এবং তাকে মেটফরমিন দেওয়া শুরু করেন যা সাধারণত টাইপ ২-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তিনি বলেন, তার স্বাস্থ্যের নাটকীয় উন্নতি হয়েছে; দৃষ্টিশক্তি পরিষ্কার হয়েছে এবং তিনি আবার ওজন বাড়িয়েছেন। অপুষ্টির কারণে ডায়াবেটিস? টাইপ ৫ বিশেষ করে এশিয়া ও সাহারা-দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশি দেখা যায়, যেখানে শৈশবের অপুষ্টিতে ভোগার হার এখনো ব্যাপক। তবে গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য দেশেও কম ওজনের মানুষের মধ্যে ডায়াবেটিস বাড়ছে। ২০২৩ সালে "ডায়াবেটিস কেয়ার"-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায়, যুক্তরাষ্ট্রের ২৬ লাখেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, স্থূল নয় এমন মানুষের মধ্যে তথাকথিত "লিন ডায়াবেটিস", যাকে বলা যেতে পারে অপুষ্টির কারণে ডায়াবেটিস, এর হার বাড়ছে। লন্ডনের সোফিয়া শেয়ারার মনে করেন, তিনি এই শ্রেণিতে পড়েন। ২৩ বছর বয়সে নিয়মিত রক্ত পরীক্ষায় তার রক্তে শর্করার মাত্রা অপ্রত্যাশিতভাবে ডায়াবেটিসের পর্যায়ে পাওয়া যায়। এখন ২৬ বছর বয়সী এই সাংবাদিক বলেন, শৈশব ও কৈশোরের বড় একটি সময় তিনি গুরুতরভাবে কম ওজনের ছিলেন এবং একসময় হাসপাতালে চিকিৎসাও নিয়েছেন। ১৯ বছর বয়সে যখন তার ওজন বাড়তে শুরু করে, তখন থেকেই তিনি অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। তিনি বলেন, 'আমি খুব দ্রুত খুব ক্ষুধার্ত হয়ে যেতাম, শরীর কাঁপত, মনে হতো অজ্ঞান হয়ে যাব।' পরীক্ষায় টাইপ ১ এবং বিরল জেনেটিক ধরনের ডায়াবেটিস বাদ দেওয়ার পর, বিকল্প না থাকায় চিকিৎসকেরা তাকে টাইপ ২ ক্লিনিকে পাঠান। টাইপ ৫ শনাক্তকরণের সঙ্গে যুক্ত একজন বিজ্ঞানী তাকে বলেন, তার মধ্যে এ রোগের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তবে যুক্তরাজ্যে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক নির্ণয় পদ্ধতি না থাকায় তার রোগ নিশ্চিত হয়নি। নতুন স্বীকৃতি টাইপ ৫ ডায়াবেটিস নির্ণযে নির্দিষ্ট কোনো পরীক্ষার অভাবের কারণেই এই অবস্থাটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। ১৯৮৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে "অপুষ্টিজনিত ডায়াবেটিস" হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু ১২ বছর পর তারা এটি বাদ দেয়, কারণ চিকিৎসকেরা একমত হতে পারেননি এটি টাইপ ২ থেকে আলাদা কি না। এরপর এটি চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলধারার পাঠ্যবই ও ক্লিনিক্যাল নির্দেশিকা থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে, আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন বা আইডিএফ আনুষ্ঠানিকভাবে এই অবস্থাকে স্বীকৃতি দেয়। গত বছর "ল্যানসেট"-এ প্রকাশিত ৫০ জনের বেশি বিজ্ঞানীর একটি গবেষণাও এ স্বীকৃতিতে ভূমিকা রাখে। ডব্লিউএইচও জানায়, ১৯৯৯ এবং ২০০৬ সালের শ্রেণিবিন্যাস সংশোধনের সময় 'এটিকে পৃথক একটি শ্রেণি হিসেবে রাখার মতো পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি'। তবে তারা স্বীকার করে, তাদের বর্তমান শ্রেণিবিন্যাস 'সব ডায়াবেটিস রোগীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না' এবং যথেষ্ট প্রমাণ পেলে ভবিষ্যতে টাইপ ৫ পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। সমর্থকদের মতে, আইডিএফ-এর স্বীকৃতিই ইতোমধ্যে রোগীদের আরও উপযুক্ত চিকিৎসা পেতে সহায়তা করছে। ড. হকিন্স বলেন, প্রথমবারের মতো, খুব শিগগিরই 'ডিগ্রুট'স এন্ডোক্রিনোলজি বইয়ে এ নিয়ে একটি অধ্যায় থাকবে'- যা বিশ্বজুড়ে চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন। গবেষকদের সতর্কতা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনসহ আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং কিছু বিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলেছেন- টাইপ ৫ আদৌ আলাদা কোনো রোগ কি না। ভারতের একজন বিশেষজ্ঞের মতে, যাকে টাইপ ৫ বলা হচ্ছে, তা হয়তো কম ওজনের মানুষের মধ্যে টাইপ ২ বা টাইপ ১-এর একটি ভিন্ন রূপ হতে পারে। চেন্নাইয়ের ড. মোহান'স ডায়াবেটিস স্পেশালিটিজ সেন্টারের চেয়ারম্যান ড. ভি মোহান বলেন,'এটি যদি টাইপ ৫ হয়, তাহলে বলুন এটি কীভাবে নির্ণয় করবেন? একটি মার্কার দেখান।' নির্দিষ্ট কোনো পরীক্ষা পদ্ধতির অভাবে এখনো চিকিৎসকেরা কিছু লক্ষণ দেখে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। যেমন শৈশবের অপুষ্টি, কম ওজন এবং ইনসুলিনের প্রতি অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার মতো বিষয়। আইডিএফ ইতোমধ্যে আনুষ্ঠানিক নির্ণয় মানদণ্ড ও চিকিৎসা নির্দেশিকা তৈরির জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে। প্রাথমিক গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, কিছু রোগী উন্নত পুষ্টি ও সাবধানে ব্যবস্থাপিত ওষুধে সাড়া দিতে পারেন। তবে বিদেশি সহায়তা ও বৈশ্বিক স্বাস্থ্য বাজেট কমে যাওয়ায় অর্থায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতো বড় দাতাদের ক্ষেত্রেও। সঙ্গে কিছু গবেষক আশঙ্কা করছেন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সংকটে আক্রান্ত অঞ্চলে এ রোগ আরও বাড়তে পারে। প্রফেসর হকিন্স বলেন, 'আমরা সম্ভবত একটি গুরুতর বৈশ্বিক খাদ্য সংকটের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। এটি আগামী প্রজন্মের জন্য খুব খারাপ সংবাদ বয়ে আনবে।'

জলবায়ু পরিবর্তন কি আমাদের আরও লম্বা হওয়া থমকে দেবে?

বিশেষ প্রতিবেদন।। ফার্নান্দো দুয়ার্তে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে আরও চরম আবহাওয়া, তাপপ্রবাহ ও বাড়তি আর্দ্রতা সৃষ্টির কথা সবারই জানা। নতুন করে এখন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক দেখছেন যে, এই অবস্থা জন্মের আগেই শিশুদের বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

গবেষক দলটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচ বছরের কম বয়সী ২ লাখ শিশুর ওপর পরীক্ষা চালিয়েছে।

তারা অনুমান করেছেন, যেসব শিশু মাতৃগর্ভে থাকার সময় গর্ভাবস্থার প্রতিটি ত্রৈমাসিকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা ও উচ্চ আর্দ্রতার সম্মুখীন হয়েছে, তারা তাদের বয়স অনুযায়ী প্রত্যাশিত উচ্চতার তুলনায় ১৩ শতাংশ খাটো হবে। জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত উচ্চতা বৃদ্ধি একটি শিশুর সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়।

যদিও একজন মানুষের চূড়ান্ত উচ্চতা অনেকাংশে জেনেটিক্সসহ পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের মতো অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, তবে প্রধান গবেষক কেটি ম্যাকমাহন তাদের গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বেড়ে যাওয়া তাপমাত্রা ও আর্দতা দক্ষিণ এশিয়ায় পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের গড় উচ্চতা কমিয়ে দিতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'বৈশ্বিক চিত্র এখনও অনিশ্চিত থাকলেও আগামী দশকগুলোতে প্রশমন ও অভিযোজনের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে'। 'আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধরে নিতে পারি যে, উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দতার নিম্ন ও মধ্যম আয়ের অন্যান্য দেশগুলোতেও একই ধরনের ফলাফল পাওয়া যাবে।'

বিজ্ঞানীরা জানেন যে, ইতিহাসজুড়ে মানুষের উচ্চতায় বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে একাধিক গবেষণা অনুযায়ী, প্রায় ১০ হাজার বছর আগে শিকারি জীবনধারা থেকে কৃষিনির্ভর জীবনে যাওয়ার শুরুর দিকে গড় উচ্চতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।

আরও সাম্প্রতিক সময়ের কথা বললে, ২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক রিচার্ড স্টেকেল একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকাশ করেন। তিনি নবম থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন সমাধিস্থল থেকে উদ্ধার করা হাজার হাজার কঙ্কালের উচ্চতার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেন, এই সময়ে গড় উচ্চতা ওঠানামা করেছে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। সে সময় ইউরোপ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো। এর মধ্যে ছিল শহরের সম্প্রসারণ- যা সংক্রামক রোগের বিস্তার বাড়িয়েছিলো, কৃষি উৎপাদনে পরিবর্তন, এমনকি "লিটল আইস এজ" বা শীতল সময়কাল, যার স্থায়িত্ব ছিল ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। অধ্যাপক স্টেকেল তার গবেষণায় লিখেছেন, 'সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ উত্তর ইউরোপের পুরুষদের গড় উচ্চতা প্রায় আড়াই ইঞ্চি গুছয় দশমিক চার সে.মি.গ্ন কমে গিয়েছিল, যা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের আগ পর্যন্ত পুরোপুরি ফিরে আসেনি।' যুক্তরাজ্যের ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের জনস্বাস্থ্য গবেষক ড. আন্দ্রেয়া রদ্রিগেজ মার্টিনেজ মানুষের উচ্চতার ট্রেন্ডস বা প্রবণতা নিয়ে একাধিক গবেষণাপত্র লিখেছেন। তার আশঙ্কা, জলবায়ু পরিবর্তন আধুনিক জনসংখ্যার ওপরও একই ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে পারে। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে প্রায় এক বিলিয়ন (১০০ কোটি) শিশু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের "অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকিতে" রয়েছে। বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্নভাবে শিশুদের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর হুমকি তৈরি করছে, বলেন তিনি। ২০৩ সেন্টিমিটার উচ্চতার দীর্ঘকায় ডাচ ফুটবলার আন্দ্রিজ নোপার্টের সামনে আর্জেন্টিনার ফুটবলার লিওনেল মেসি বিংশ শতাব্দীর দিকে সামগ্রিকভাবে তাকালে দেখা যায়, জীবনযাপনের মান মানুষের উচ্চতার ওপর প্রভাব ফেলেছে। ২০১৭ সালে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক এনসিডি-রিস্ক ১৮৯৬ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া ২০০টি দেশের নারী-পুরুষের বায়োমেট্রিক ডাটা বা জৈবিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

এতে ধারণা করা হয়, ওই সময়ে বিশ্বব্যাপী পুরুষদের গড় উচ্চতা ১৬২ সেন্টিমিটার থেকে বেড়ে ১৭১ সেন্টিমিটারে পৌঁছেছে। নারীদের ক্ষেত্রে তা ১৫১ সেন্টিমিটার থেকে বেড়ে হয়েছে ১৫৯ সেন্টিমিটার। তবে সব দেশে এই বৃদ্ধি সমান ছিল না। উদাহরণ হিসেবে, ইরানের পুরুষরা প্রায় ১৬ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার লম্বা হয়েছে। আর দক্ষিণ কোরিয়ার নারীরা বেড়েছে ২০ দশমিক ২ সেন্টিমিটার। অন্যদিকে, এই তালিকার নিচের দিকে থাকা মাদাগাস্কারের নারীরা পুরো শতাব্দীতে মাত্র দেড় সেন্টিমিটার লম্বা হয়েছে। পাকিস্তানের পুরুষরা বেড়েছে মাত্র ১ দশমিক ২৭ সেন্টিমিটার। কেন এই বৈষম্য? 'উচ্চতার তারতম্য অনেকাংশে জেনেটিক্স দ্বারা নির্ধারিত হলেও এটি পুষ্টি, পরিবেশ এবং সামাজিক- অর্থনৈতিক বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত', ব্যাখ্যা করেন ড. মার্টিনেজ। এই উপাদানগুলোর মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতার পাশাপাশি রয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতিও, যা আমাদের রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার সক্ষমতা বাড়িয়েছে। কিছু তথ্য এমন ইঙ্গিতও দিচ্ছে যে, মানুষের গড় উচ্চতার বৃদ্ধি হয়তো স্থিতিশীল হয়ে আসছে - অন্তত বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা কয়েকটি জাতির ক্ষেত্রেতো বটেই। উন্নত জীবনমান, ভালো মানের খাবারের প্রাপ্যতা আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে ডাচরা বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মানুষ হিসেবে পরিচিত। 'তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় বসবাসের পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যকর, লম্বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে', বলেন নেদারল্যান্ডসের ওয়াগেনিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ও সমাজ বিষয়ক অধ্যাপক ক্রিস্টিনা থম্পসন। তবে নেদারল্যান্ডসের পরিসংখ্যান ব্যুরো — সিবিএস'র তথ্য অনুযায়ী, তাদের গড় উচ্চতা কিছুটা কমেছে। ১৯৮০ সালে জন্ম নেওয়া পুরুষরা ১৯ বছর বয়সে গড়ে ১৮৩ দশমিক ৯ সেন্টিমিটার লম্বা ছিল। কিন্তু ২০০১ সালে জন্ম নেওয়া পুরুষদের ক্ষেত্রে তা কমে ১৮২ দশমিক ৯ সেন্টিমিটার হয়েছে। ডাচ নারীদের ক্ষেত্রেও গড় উচ্চতা ১৭০ দশমিক ৭ সেন্টিমিটার থেকে কমে ১৬৯ দশমিক ৩ সেন্টিমিটার হয়েছে। সিবিএস'র এক বিবৃতি অ ' বৈষম্যের কারণে থমকে যাচ্ছে উচ্চতার বৃদ্ধি এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোই বৈশ্বিক উচ্চতা তালিকার শীর্ষস্থান দখল করে আছে। তবে এই তালিকা বদলাতেও পারে।

এনসিডি'র তথ্য অনুযায়ী, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ উচ্চতার দেশ ছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু বর্তমানে আমেরিকানরা শীর্ষ ২০'র মধ্যেও নেই। সেটা অবশ্য তাদের খাটো হবার জন্যে না। কারণ ১৯৯৬ সালে জন্ম নেওয়া আমেরিকান পুরুষরা তাদের ১০০ বছর আগে জন্ম নেওয়া পূর্বপুরুষদের তুলনায় গড়ে ছয় সেন্টিমিটারের বেশি লম্বা। বরং বিশ্বের অন্য দেশগুলো আরও দ্রুত হারে লম্বা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ ও মানুষের শারীরিক গঠন নিয়ে গবেষণা "অ্যানথ্রোপোমেট্রিক" ইতিহাসের অগ্রদূত জন কমলস মনে করেন, সময়ের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে যে সামাজিক- অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েছে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে চিকিৎসাসেবার প্রাপ্যতা নিয়ে, সেটিই এর পেছনে বড় কারণ। তিনি ব্যাখ্যা করেন, 'যেসব দেশ কল্যাণরাষ্ট্রভিত্তিক নীতি গ্রহণ করায় দরিদ্ররাও তাদের সন্তানদের ডাক্তার দেখাতে পারে তাদের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র পিছিয়ে পড়েছে।' প্রফেসর কমলস বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে বেড়ে চলা স্থূলতার হারকেও দায়ী করেন। যদিও সরকারি তথ্য বলছে, গত দুই দশকে আমেরিকানদের খাদ্যাভ্যাসের কিছুটা উন্নতি হয়েছে, তবুও দেখা যাচ্ছে ১৮ বছরের নিচে অর্ধেকের বেশি আমেরিকান এখনও পুষ্টিগত দিক থেকে পিছিয়ে। তিনি আরও বলেন, 'অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে আপনি যদি একটি জনগোষ্ঠীর উচ্চতা বাড়াতে চান বা সেই বৃদ্ধি ধরে রাখতে চান, তাহলে প্রথমেই তাদের সঠিকভাবে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।' দুই কোরিয়া এবং দুই জার্মানির গল্প মানুষের উচ্চতার ক্ষেত্রে জীবনযাপনের প্রভাব কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার আরেকটি শক্তিশালী উদাহরণ কোরিয়া। ১৯৫০'র দশকের যুদ্ধে দেশটি উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বিভক্ত হওয়ার পর এ পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২০১১ সালে সিউলের সাংকিউনকোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের এক গবেষণায় দেখা যায়, উত্তর কোরিয়ায় জন্ম নেওয়া মানুষ গড়ে তাদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষের চেয়ে প্রায় আট সেন্টিমিটার পর্যন্ত খাটো হয়। একই ধরনের তবে তুলনামূলকভাবে কম পার্থক্য দেখা গেছে জার্মানির ক্ষেত্রেও। ১৯৪৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশটি পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানিতে বিভক্ত ছিল। এই সময়ে জন্ম নেওয়া মানুষের তুলনায় দেখা যায়, পশ্চিম জার্মানির মানুষ পূর্ব জার্মানির মানুষের চেয়ে গড়ে প্রায় এক সেন্টিমিটার বেশি লম্বা ছিল।

তাহলে কি মানুষের উচ্চতা বৃদ্ধি থমকে গেছে? কিছু উন্নত দেশে উচ্চতা বৃদ্ধি হয়তো সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাওয়া বা স্থিতিশীল হয়ে পড়ার প্রমাণ রয়েছে। তবে এটি আংশিকভাবে পুষিয়ে যেতে পারে যদি উন্নয়নশীল দেশগুলো দ্রুত উন্নতির মাধ্যমে সেই ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারে। তবে এ কথাও সত্য যে, বিশ্বের যেসব অঞ্চলে এখনো সামাজিক- অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ রয়েছে, সেখানে অগ্রগতি সম্ভব। কিন্তু একই সঙ্গে মানুষের তৈরি জলবায়ু পরিবর্তন এই অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর শঙ্কাও বাড়ছে। 'যেসব মানুষ বেশি তাপমাত্রা ও দ্রুত বাড়তে থাকা আর্দতার মধ্যে বসবাস করেন, তারা প্রায়ই জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধার মুখে পড়েন', বলেন কেটি ম্যাকমাহন।'যারা কৃষিখাতের মতো বাইরে কাজ করেন এবং যাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ খুব কম বা নেই, তাদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের পর্যবেক্ষিত নেতিবাচক প্রভাবগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে', বলেন তিনি।

বর্ষার মরসুমে বাড়িতেই তরতরিয়ে বাড়বে ভেষজ গাছ

বর্ষার মরসুম বাড়ির টবেই একটি সুন্দর ভেষজ বাগান বা কিচেন গার্ডেন তৈরি করার জন্য সবথেকে আদর্শ সময়। এই সময়ে বাতাসের ঠান্ডা আমেজ, অতিরিক্ত আর্দতা এবং নিয়মিত বৃষ্টির জল গাছের দ্রুত বৃদ্ধিতে দারুণভাবে সাহায্য করে। আপনার বাড়ির বারান্দা বা ছাদ যেখানেই হোক না কেন, সামান্য যত্নেই এই গাছগুলি দ্রুত বেড়ে উঠবে।

পুদিনা পাতা আর্দ্র মাটি পছন্দ করে এবং বৃষ্টির দিনে এর বৃদ্ধি হয় চোখে পড়ার মতো। টবের ওপরের মাটি শুকিয়ে গেলে তবেই এতে জল দেওয়া উচিত এবং গাছটিকে আংশিক সূর্যালোক রয়েছে এমন জায়গায় রাখা প্রয়োজন। টাটকা পুদিনা পাতা চাটনি, লেবুর শরবত কিংবা রায়তায় এক অনবদ্য স্বাদ ও সুগন্ধ যোগ করে।

বর্ষার দিনে সবথেকে সহজে যে গাছটি টবে ফলানো যায়, তা হল রান্নার অত্যন্ত পরিচিত উপাদান ধনেপাতা। জল নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা রয়েছে এমন টবের মাটিতে এর বীজ বুনে দিলে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রান্নার জন্য টাটকা পাতা পাওয়া যায়। খাবারের স্বাদ ও গন্ধ বাড়াতে এর জুড়ি মেলা ভার। পবিত্র তুলসী গাছ গরম ও আর্দ্র আবহাওয়াতে খুব ভালো বাড়লেও একে একটানা ভারী বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরি। টবটিকে এমন একটি জায়গায় রাখা উচিত যেখানে সকালের নরম রোদের আলো অন্তত কয়েক ঘণ্টা পাওয়া যায়। ঔষধি গুণে ভরপুর এই পাতা ভেষজ চা এবং নানা ঘরোয়া উপাচারে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়।

কারিপাতা গাছ বর্ষাকালে খুব দ্রুত ডালপালা মেলে এবং একবার শিকড় বসে গেলে এতে খুব একটা বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হয় না। এই গাছের জন্য উজ্জ্বল সূর্যালোক এবং জল জমে থাকে না এমন ঝুরঝুরে মাটির প্রয়োজন। ডাল, তরকারি কিংবা দক্ষিণ ভারতীয় যেকোনও পদে এই পাতা চমৎকার স্বাদ এনে দেয়। লেমনগ্রাস বৃষ্টির জল পেয়ে দারুণভাবে সবুজ হয়ে ওঠে এবং একটু বড় সাইজের টবে এটি সহজেই চাষ করা যায়। এই গাছের জন্য প্রচুর পরিমাণে সূর্যালোক এবং মাটিতে নিয়মিত আর্দ্রতা বজায় রাখা প্রয়োজন। এর কান্ড কেটে তৈরি রিফ্রেশিং ভেষজ চা কিংবা স্যুপ শরীরের ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে।

অরিগ্যানো টবে চাষ করার জন্য অত্যন্ত উপযোগী একটি ভেষজ এবং বর্ষার মৃদু তাপমাত্রা এটি সহ্য করতে পারে। গাছের গোড়ায় যাতে জল জমে শিকড় পচে না যায়, সেই দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। এর সুগন্ধি পাতা পিৎজা, পাস্তা কিংবা স্যালাডের স্বাদ বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। পার্সলে পাতা সাধারণত ঠান্ডা ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়াতে খুব ভালো জন্মায় এবং গাছ পরিপক্ক হয়ে গেলে দীর্ঘদিন ধরে এর পাতা তোলা যায়। এর জন্য মৃদু রোদ এবং আর্দ্র মাটির প্রয়োজন হয়। স্যুপ, স্যান্ডউইচ কিংবা পাস্তার ওপর কুচানো পার্সলে ছড়িয়ে দিলে তা দেখতেও যেমন সুন্দর লাগে, খেতেও সুস্বাদু হয়।

প্রতিদিন সূর্যাস্ত দেখলে শরীরে কী কী ঘটে?

ব্যস্ত জীবনের ক্লান্তি আর মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই অনেক কিছু করেন। কিন্তু জানেন কি, দিনের শেষে মাত্র কয়েক মিনিট প্রকৃতির সঙ্গে কাটালে নিমেষেই ভালো হয়ে যেতে পারে শরীর ও মন? দিগন্তে সূর্য ডুবে যাওয়ার সেই চেনা দৃশ্যই আসলে আমাদের সুস্থতার এক মস্ত বড় ওষুধ। সারাদিনের দৌড়ঝাঁপের পর গোধূলির এই রঙিন আলো কেবল চোখের আরাম দেয় না, বরং মনকে ভেতর থেকে শান্ত করে। মনোবিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিদিন নিয়ম করে সূর্যাস্ত দেখলে আমাদের ভেতরে এক দারুণ ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

'বিবিসি'-র এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রকৃতির এই সুন্দর দৃশ্য আমাদের মস্তিষ্ককে কিছুক্ষণের জন্য জিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। সারাদিন অফিসের কাজ, রাস্তার জ্যাম আর অনবরত মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আমাদের চোখ আর মাথা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ঠিক তখনই ম্যাজিকের মতো কাজ করে বিকেলের এই শান্ত আকাশ। এটি আমাদের শরীরের ভেতরের ঘড়ি বা 'সার্কাডিয়ান রিদম'-কে ঠিক রাখতে সাহায্য করে। সন্ধ্যায় আলো কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে শরীর নিজে থেকেই বুঝতে পারে যে এবার বিশ্রামের সময় হয়েছে। ফলে, যাঁদের রাতে সহজে ঘুম আসতে চায় না, নিয়মিত খোলা আকাশের নিচে সূর্যাস্ত দেখলে তাঁদের ঘুমের সমস্যা অনেকটাই কমে যায়।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই অনুভূতিকে বলা হয় 'অ' সহজ অর্থ হলো এক পরম বিস্ময়। যখন কেউ বিশাল আকাশের নিচে সূর্যকে ধীরে ধীরে ডুবে যেতে দেখেন, তখন নিজের

রোজকার ছোটখাটো সমস্যা বা দুশ্চিন্তাগুলোকে আচমকাই খুব ছোট মনে হয়। এই অনুভূতি মনকে শান্ত করে এবং মন থেকে খারাপ চিন্তা দূর করে দেয়। একই সঙ্গে, এটি আপনাকে ডিজিটাল দুনিয়া অর্থাৎ মোবাইল-ল্যাপটপ থেকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে রাখে, যা চোখের ক্লান্তি কমাতেও এই সময়ের জুড়িমেলা ভার। নদীর পাড়, পাহাড়ের চূড়া কিংবা নিজের বাড়ির ছাদ, যেখানেই হোক না কেন, প্রতিদিনের এই ১০-১৫ মিনিটের নীরবতা আসলে নিজেকে ভালো রাখার একটা সহজ উপায়। প্রকৃতির এই নিয়মের সঙ্গে যখন আমরা নিজেদের মিলিয়ে নিই, তখন মনের সব ক্লান্তি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় এবং পরের দিনের কাজের জন্য নতুন করে এনার্জি পাওয়া যায়।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে আশীষ সাহা বলেন, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের ওপর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের বোঝা চাপানো অমানবিক। তিনি জানান, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে এবং সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন কামনা করেন।

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতার পর

দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সময় বিদ্যুৎকে জনস্বার্থের অন্যতম মৌলিক পরিষেবা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের নীতি গ্রহণের ফলে সাধারণ মানুষের ওপর আর্থিক চাপ বাড়ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি দাবি করেন, একসময় লাভজনক সংস্থা হলেও বর্তমানে হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতির মুখে পড়েছে। তাঁর অভিযোগ, গত কয়েক বছরে একাধিকবার বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন নতুন খাতে অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করে গ্রাহকদের ওপর বাড়তি আর্থিক বোঝা চাপানো হচ্ছে।

স্মার্ট মিটার প্রসঙ্গে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, প্রিপেইড স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের জন্য কার্যকর নয়। তিনি দাবি করেন, রিচার্জ থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো অভিযোগ সামনে এসেছে, অথচ তার যথাযথ সমাধান মিলছে না। পাশাপাশি বিদ্যুৎ নিগমে দুর্নীতি, নিম্নমানের কাজ এবং পরিষেবার অবনতির অভিযোগও তোলেন তিনি।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, কেন্দ্র সরকারের নীতির ফলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র ধীরে ধীরে কর্পোরেট সংস্থার হাতে চলে যাচ্ছে, যার চূড়ান্ত প্রভাব পড়ছে সাধারণ গ্রাহকদের ওপর। সভায় বক্তারা বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, স্মার্ট মিটার চালু এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান। একইসঙ্গে রাজ্যের জনস্বার্থে এই আন্দোলন আগামী দিনেও ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

শাহ

● প্রথম পাতার পর

দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্যে **ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি)** কার্যকরের প্রতিশ্রুতিও বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অমিত শাহ বলেন, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এখন থেকেই প্রস্তুত থাকা উচিত, কারণ প্রত্যেককেই আইনের আওতায় এনে জবাবদিহির মুখোমুখি করা হবে। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন দেশের মানুষের মধ্যে এক গণআন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং তা ভারতীয় রাজনীতিতে একটি আদর্শভিত্তিক আন্দোলনের সূচনা করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠার সময় সারা দেশে কংগ্রেসের ব্যাপক প্রভাব ছিল এবং অন্য কোনও রাজনৈতিক আদর্শের জন্য বিশেষ পরিসর ছিল না। সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নতুন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলে বিকল্প রাজনৈতিক চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

লাঠিচার্জ

● প্রথম পাতার পর

তেলিয়ামুড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।প্রশাসনের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চললেও কোনো সমাধান না হওয়ায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এদিকে, গ্রাহকদের দাবি, প্রিপেইড বিদ্যুৎ পরিষেবায় বারবার সার্ভার বিভ্রাটের কারণে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তাই দ্রুত সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে নিরবচ্ছিন্ন রিচার্জ পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ নিগম ও প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

প্রধান কৃষ্ণ মোহন

● প্রথম পাতার পর

বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে দেখা হচ্ছে। রামমন্দির পরিচালনায় জনআস্থার ওপর যে প্রশ্ন উঠেছে, তা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যেই ট্রাস্ট প্রশাসনিক সংস্কারের পথে এগোচ্ছে।

মহন্ত নৃত্য গোপাল দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিশ্বপ্রসন্নতীর্থ, স্বামী পরমানন্দ গিরি-সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ট্রাস্টের সংবিধান অনুযায়ী নৈতিক দায় স্বীকার করে পদত্যাগ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্বের পথ সুগম করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, কৃষ্ণ মোহনই সেই ব্যক্তি যাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে। তাঁকে সম্প্রতি ট্রাস্টি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং এখন তিনি অন্তর্বর্তী দায়িত্বে নিযুক্ত হলেন।

গত জুন মাসে অনুদান গণনায় অসঙ্গতি ধরা পড়ার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। উত্তর প্রদেশ সরকারের গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) প্রাথমিক তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে। সেই ভিত্তিতে ২৫ জুন ২০২৬ রাম জন্মভূমি থানায় কৃষ্ণ মোহনের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের হয়।

এফআইআরে মোট আটজনের নাম রয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন চম্পত রাইয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও চালক টিন্নু যাদব (রামাশঙ্কর যাদব), অবিনাশ শুক্ল, অনুকল্প মিশ্র, লাভকুশ মিশ্র, মনীশ কুমার যাদব, করুণেশ পাণ্ডে, রামাশঙ্কর মিশ্র এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা সুভাষ শ্রীবাস্তব। পুলিশ দ্রুত অভিযানে আটজনকেই গ্রেফতার করেছে। তাঁদের সম্পত্তি, আর্থিক লেনদেন ও জমি সংক্রান্ত বিষয়ও তদন্তের আওতায় রয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পিতভাবে নগদ অর্থ, সোনা, রুপো এবং ভক্তদের অন্যান্য দানের সামগ্রী আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন ব্যাংকে বহু বছরের আর্থিক লেনদেনের তথ্যও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সাল থেকেই অনুদান তছরুপ হয়ে থাকতে পারে। ট্রাস্টের প্রাক্তন হিসাবরক্ষণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহিপাল সিং দাবি করেছেন, তিনি আগেই চম্পত রাই-সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন, কিন্তু অভিযোগের গুরুত্ব না দিয়ে তাঁকেই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

যদিও এখনও পর্যন্ত চম্পত রাই, অনিল মিশ্র বা ট্রাস্টের অন্য কোনো শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়নি।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। ২০২৪ সালে উদ্বোধনের পর দেশ-বিদেশের কোটি কোটি ভক্তের অনুদানে পরিচালিত রামমন্দিরে এই ঘটনার পর জনমনে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ট্রাস্ট জানিয়েছে, তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়েছে। মোট ৩,২৬৪ কোটি টাকা অনুদান ও কর্পাস তহবিল হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছে, যার মধ্যে ২,৩৭০ কোটি টাকা মন্দির নির্মাণ ও মূলধনী ব্যয়ে খরচ করা হয়েছে। এছাড়া ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রণামী বাবদ ৫৮২ কোটি টাকা এসেছে, যার মধ্যে ৩৯১ কোটি টাকা পরিচালন ব্যয়ে ব্যয় হয়েছে এবং অবশিষ্ট অর্থ ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষিত রয়েছে।

সোমবারের সাংবাদিক বৈঠকে ট্রাস্ট জানায়, প্রতি বছর নিয়মিত অডিট ও আর্থিক যাচাই করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত আইএফএস কর্মকর্তা কৃষ্ণ মোহনের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে গুরুত্ব দিয়েই তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে ট্রাস্টের দাবি। পাশাপাশি ভবিষ্যতে একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নিয়োগ, প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং অনুদান ব্যবস্থাপনায় আরও কঠোর প্রোটোকল চালুর কথাও জানানো হয়েছে।

আগামী ২২ জুলাই ট্রাস্টের পরবর্তী বৈঠকে এসআইটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হবে। সেই সময় আরও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

তদন্ত এখনও চলছে। নতুন প্রমাণ মিললে আরও গ্রেফতার বা অতিরিক্ত অভিযোগ আনার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হয়নি।

বর্তমানে প্রতিদিন লক্ষাধিক ভক্তের আগমন হওয়ায় রামমন্দিরের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ট্রাস্টের প্রধান অগ্রাধিকার বলে জানানো হয়েছে। অনুদানের ডিজিটাল নজরদারি, নিরাপত্তা জোরদার এবং জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে ভক্তদের আস্থা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

ভোট ২৪ জুলাই

● প্রথম পাতার পর

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই সুখেন্দু শেখর রায় তৃণমূল নেতৃত্বের সমালোচনা শুরু করেছিলেন। ২০২৪ সালের আগস্টে কলকাতার আর.জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক মহিলা জুনিয়র চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এরপর ধীরে ধীরে দলে কোণঠাসা হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত গত মাসে রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন।

বর্তমান বিধানসভার সংখ্যার নিরিখে বিজেপি তিনটি আসনেই জয়ের সম্ভাব্য অবস্থানে রয়েছে। বিধানসভায় বর্তমানে বিজেপির ২০৮ জন বিধায়ক রয়েছেন। একটি বিজেপি প্রার্থীকে হারাতে বিরোধী প্রার্থীর অন্তত ৭০টি ভোট প্রয়োজন হবে।যদিও সরকারি হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের মোট ৮০ জন বিধায়ক রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৬০ জন বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'বিদ্রোহী কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ' গোষ্ঠীর সঙ্গে রয়েছেন। বাকি ২০ জন 'আসল কিন্তু সংখ্যালঘু' গোষ্ঠীতে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের প্রতি অনুগত রয়েছেন।এদিকে, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটের তিনটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের জন্য সোমবার আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। কমিশনের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩০ জুলাই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং ৩ আগস্ট ভোটগণনা করা হবে।নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৩ জুলাই। ১৪ জুলাই মনোনয়নপত্র যাচাই হবে এবং ১৬ জুলাই পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন। ৩০ জুলাই ভোটগ্রহণের পর ৪ আগস্টের মধ্যে সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।উপনির্বাচন হতে যাওয়া তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বিহারের ব্যাঙ্কিপুর এবং গুজরাটের মাঞ্জলপুর আসন আগে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) দখলে ছিল। অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া বিধানসভা কেন্দ্রটি কংগ্রেসের দখলে ছিল।ব্যাঙ্কিপুর আসনটি শূন্য হয় বিজেপি নেতা নীতিন নবীন রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ায়। চলতি বছরের জানুয়ারিতে তিনি দলের জাতীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।অন্যদিকে, গুজরাটের মাঞ্জলপুর আসনটি শূন্য হয় বিজেপি বিধায়ক যোগেশভাই নারানদাস প্যাটেলের মৃত্যুর পর।

মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া বিধানসভা আসনটি শূন্য হয় কংগ্রেস বিধায়ক রাজেন্দ্র ভারতী একটি ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ হওয়ায়।নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, সব ভোটকেন্দ্রেই ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এবং ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপ্যাট) ব্যবহৃত হবে।

ভোটারদের পরিচয় যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ইলেক্টোরাল ফটো আইডেন্টিটি কার্ড (ইপিক) প্রধান নথি হিসেবে গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি আধার, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, মনরেগা জব কার্ড-সহ সরকার স্বীকৃত একাধিক পরিচয়পত্রও গ্রহণযোগ্য হবে।উপনির্বাচনের সূচি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট তিন বিধানসভা কেন্দ্রের এলাকায় আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে।এছাড়া নির্বাচন কমিশন পুনরায় জানিয়েছে, যেসব প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন রয়েছে, তাঁদের প্রচারপর্বে তিনবার সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সেই তথ্য প্রকাশ করতে হবে। একইভাবে, এমন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকেও তাদের ওয়েবসাইট, সংবাদপত্র এবং সরকারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রার্থীর বিরুদ্ধে থাকা মামলার তথ্য ও তাঁকে প্রার্থী করার কারণ প্রকাশ করতে হবে।কমিশন জানিয়েছে, এই সংক্রান্ত তথ্য ইসিআইনেট-এর 'নো ইয়োর ক্যান্ডিডেটস' বিভাগেও উপলব্ধ থাকবে। পাশাপাশি গত ১০ বছরে সরকারি আবাসনে বসবাসকারী সম্ভাব্য প্রার্থীদের নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় বাড়িভাড়া, বিদ্যুৎ, জল ও টেলিফোন বিল সংক্রান্ত "নো ডিউজ সার্টিফিকেট" সংগ্রহের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

No.F.2(20)-TPI/Acc/Tender/2024-25/Canteen/4356 Dated: 03-07-2026

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders are hereby invited from eligible, experienced, Registered/Licensed/Authorized and reputed Canteen/Restaurant/SHGs/Catering Operators and Indian citizens permanently residing in Tripura for "Operating Canteen Services at TTAADC Polytechnic Institute, Khumulwng, West Tripura". Details of the tender including specification, terms & conditions and requisite documents can be downloaded from the website: www.tpikhumulwng.edu.in. Interested tenderers may send or drop their tenders and offers to "The Principal, TTAADC Polytechnic Institute, Khumulwng, West Tripura, Pin: 799045" in sealed cover superscripting "Tender for Operating Canteen Services at TTAADC Polytechnic Institute, Khumulwng, West Tripura" latest by 23-07-2026 upto 12:00 Noon. The Tender/Bids will be opened on the same day (i.e. 23-07-2026) at 1:00 P.M., if possible, in presence of intending tenderers. Tenders/Bids received after the due date and time will not be taken into consideration. The undersigned reserves the right to reject any Tender/Bid including the lowest one without assigning any reason thereof.

Sd/-(Suraj Debbarma)
Principal-in-charge
TTAADC Polytechnic Institute
Khumulwng, West Tripura

ICA/C-1066/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 10/EE/DWS/DMN/2026-27

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	07/EE/DWS/DMN/2026-27	4,50,000.00	9,000.00	60 Days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 13-07-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 13-07-2026 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee: Rs. 1,000.00 (non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

ICA/C-1068/26

WALK IN INTERVIEW FOR GUEST/ VISITING LECTURER

Applications are invited in plain paper along with complete Bio-data for walk -in interview for the engagement of Guest/ Visiting Lecturers for College of Teacher Education, Kumarghat in the Subjects **History and Political Science.** Candidates are requested to bring their original certificates with photocopy of the same along with an application in a plain paper on **14/07/2026** to the office of the principal, College of Teacher Education (CTE),Kumarghat, Unakoti, Tripura at **11.00 a.m. to 3.00 p.m.**

Essential Qualifications:

1. a) At least 55% marks in Master degree level (relaxation of 5% marks in case of SC/ST/PH candidates) in relevant subject and having B.Ed./M.Ed. degree.
b) Priority to be given to NET/SLET/Ph.D holder candidates.
2. Engagement will be made on merit basis by way of maintaining the reservation policy of the State Govt.
3. Payment of Honorarium and other terms and conditions for the engagement will be made as per Guidelines/norms of the state Government from time to time.
4. No TA/DA will be paid for attending the interview.

Sd/Illegible
Principal-(I/C) & H.O.
CTE, Kumarghat
Unakoti, Tripura

ICA/D-486/26

সন্ধান চাই

Ref: Khayerpur O.P GD Entry No-06 Dt. 23/05/2026

পাশের ছবিটি শ্রীমতি রুনু ভট্টাচার্য। স্বামী--শ্রী প্রবীর ভট্টাচার্য- সাং- মধ্যচাম্পামুড়া, থানা-বোধজংগনগর, বয়স-৩৩ বছর উচ্চতা-৫ ফুট, গায়ের রং-- ফর্সা এবং পরনে ছিল গোলাপি রঙের সালোয়ার। গত ২১-০৫-২০২৬ ইং নিজ বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত রুনু ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ কারর জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (প. ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ৬০৩৩২৩৭৭৫১৪/ ১০০
৩। বোধজংনগর থানা - ০৩৮১-২৩৯-৬৭৮৭

Sd-
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-492/26

শ্রীলঙ্কার নেগোম্বো কারাগারে অশান্তি: মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৫, আহত প্রায় ১০০

কলম্বো।। শ্রীলঙ্কার নেগোম্বো কারাগারে সংঘর্ষ ও অশান্তির ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৫-এ পৌঁছেছে। সোমবার পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে।কর্তৃপক্ষের দাবি, এই ঘটনায় প্রায় ১০০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের নেগোম্বো জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মৃত ও আহতদের অনেকের শরীরে গুলিবিদ্ধ হওয়ার গুরুতর চিহ্ন রয়েছে।প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার সকালে একদল বন্দি সংঘবদ্ধভাবে কারাগারের ভিতরে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে নিরাপত্তারক্ষীরা সংঘর্ষে জড়িতদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালায়।স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, শনিবার শুরু হওয়া আগের একটি অশান্তি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনার পরই নতুন করে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।ঘটনার পর শ্রীলঙ্কার বিচারমন্ত্রী হর্ষণা নানায়াক্কারা গভীর শোক ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠানে এই ঘটনা ঘটেছে, তাই এর দায়িত্ব তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। সাংবাদিকদের তিনি জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে এত প্রাণহানির কোনও যুক্তি হতে পারে না এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।মন্ত্রী আরও জানান, কারাগারের ভিতরে দুটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরেই এই অশান্তি শুরু হয়েছিল।

বহু পরিবার

● প্রথম পাতার পর

কার্যকর ও স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দীর্ঘদিনের এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

বানর উদ্ধার

প্রাণীটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে নিজের হেফাজতে রাখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বনদপ্তরকে জানান।খবর পেয়ে খোয়াই বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে লজ্জাবতী বানরটিকে উদ্ধার করে খোয়াই বনদপ্তরের কার্যালয়ে নিয়ে যান।বনদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, প্রাণীটির শারীরিক পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে তার প্রাকৃতিক আবাসস্থলে ছেড়ে দেওয়া হবে। বিরল ও সংরক্ষিত এই প্রজাতির প্রাণী উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি বনদপ্তর সাধারণ মানুষকে বন্যপ্রাণী দেখতে পেলে নিজ উদ্যোগে ক্ষতি না করে দ্রুত বনদপ্তরকে খবর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. EE-IED/AGT/22/2026-27 dated 02-07-26

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate tender from the eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class for internal electrification works registered with PWD/TTAADC/CPWD/MES having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Board up to 3.00 P.M. on 09/07/2026

Sl No	Name of work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME OF COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF BIDDER
1	DNIT No: EE-IED/AGT/40/2026-27	₹ 407,737.00	₹ 8,155.00	08 (eight) days	Up to 16.00 Hrs on 09/07/2026	At 15.30 Hrs on 10/07/2026	Office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division	Appropriate Class

Details of the PNIT can be seen at Internal Electrification Division, Agartala during office hour.

(DHRUBAPADA DEBRATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA/C-1064/26

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T No:05/Div-II/AMC/2026-27 **Dated : 01-07-2026**

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No: 08/Div-II/AMC/2026-27	Rs.11,48,211.00	Rs.22,964.00	90 (Ninety) days
2	DNIeT No: 09/Div-II/AMC/2026-27	Rs.17,42,426.00	Rs.34,849.00	90 (Ninety) days
3	DNIeT No: 10/Div-II/AMC/2026-27	Rs.5,30,438.00	Rs.10,609.00	60 (Sixty) days
4	DNIeT No: 10/Div-II/AMC/2026-27	Rs.42,86,985.00	Rs.85,740.00	180 (One Hundred & Eighty) days

Last date and time for document downloading/bidding: **10-07-2026 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtaied from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
Division No.-II
Agartala Municipal Coroporation

No. 2751-2767/F.217/Div-II/AMC/2007 Dated 01-07-2026

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No: 10/EE/DIV-I/AMC/2026-27 **Dated : 03/07/2026**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC Invites Online Percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Proposed construction of Ward Office Building for Ward No. 22 under AMC. **D.N.I.E.T No. 34/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 43,28,807/-	Rs. 86,576/-	120 (One hundred twenty) days
	Construction of RCC (G+1) Ward Office for Ward No.15 at Kalikapur, AMC. **D.N.I.E.T No. 35/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 46,30,013/-	Rs. 92,600/-	120 (One hundred twenty) days

1. Last date and time for document downloading/bidding: **09-07-2026 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid : **09-07-2026 at 16.00 Hrs (If Possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation

No. 1687-1706/F.140/Sd-I/2010 Dated the 3rd July. 2026

বিলোনিয়ায় বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে ৮০ লক্ষ ৫০০ টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প, শীঘ্রই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ জুলাই: বিলোনিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় ৮০ লক্ষ ৫০০ টাকা ব্যয়ে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সোমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান বিলোনিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক দীপংকর সেন।বিধায়ক জানান, প্রকল্পগুলির সমস্ত কাজ পূর্ত দপ্তর ও গ্রামীণ উন্নয়ন (আরডি) দপ্তরের মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে মহকুমাশাসকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে এবং আগামী আট থেকে দশ দিনের মধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্ত দপ্তরের অধীনে যেসব কাজ বাস্তবায়িত হবে, তার মধ্যে রয়েছে ঈশানচন্দ্রনগর লোকনাথ আশ্রমে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডাইনিং হল ও ডাইনিং টেবিল নির্মাণ, মাইছড়া ঘাটিপাড়া ফিলানথ্রপিক ক্লাবে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাংস্কৃতিক শেড, ইস্ট কলাবাড়িয়া বিবেকানন্দ ক্লাবে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাংস্কৃতিক শেড, চিত্তমারা বৈষ্ণবপাড়ায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাংস্কৃতিক শেড, সুকান্ত কলোনি কালীমন্দির প্রাঙ্গণে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাংস্কৃতিক শেড, ইস্ট তৈছামা মিশনারিতে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাংস্কৃতিক শেড এবং কালীনগর চরক পূজা প্রাঙ্গণে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাংস্কৃতিক শেড নির্মাণ।

অন্যদিকে, আরডি দপ্তরের মাধ্যমে লাউগাং জগন্নাথবাড়িতে ৭ লক্ষ ৫০০ টাকা ব্যয়ে একটি সাংস্কৃতিক শেড, উত্তর ভারতচন্দ্রনগর স্কুল প্রাঙ্গণে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি জিম সেন্টার এবং তবলা চৌমুহনী এলাকায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় (প্যাসেঞ্জার শেড) নির্মাণ করা হবে।বিধায়ক দীপংকর সেন জানান, গত অর্থবর্ষে গৃহীত অধিকাংশ উন্নয়নমূলক কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছ থেকে প্রাপ্ত উন্নয়নের প্রস্তাব পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

তিনি আরও বলেন, টেন্ডারের মাধ্যমে যাঁরা কাজের দায়িত্ব পাবেন, তাঁদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নত মান বজায় রেখে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদেরও নির্মাণকাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি। সংবাদমাধ্যমের সামনে বিধায়ক জানান, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে বিলোনিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনপরিষেবা পরিকাঠামোর আরও উন্নয়ন হবে।

সোমবার শ্রমদপ্তরে সিআইটিইউ'র উদ্যোগে ডেপুটেশন প্রদান। ছবি নিজস্ব।

নির্বাচনী ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই আগামী পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক রূপরেখা তুলে ধরবে অসম বাজেট: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ৬ জুলাই (আইএএনএস): চলতি সপ্তাহে পেশ হতে চলা অসমের রাজ্য বাজেটে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সরকারের অর্থনৈতিক রূপরেখা তুলে ধরা হবে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের নির্বাচনী ইস্তেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের ওপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে সোমবার জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।
সোমবার থেকে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। টানা তৃতীয়বার বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠনের পর এটি প্রথম বাজেট।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ১০ জুলাই অর্থমন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবরুয়া বিধানসভায় বাজেট পেশ করবেন। তিনি বলেন, এবারের বাজেট শুধু বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, বরং অসমের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের একটি বিস্তৃত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরবে।
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, 'আমাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই বাজেট তৈরি হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরের জন্য সরকারের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এতে তুলে ধরা হবে এবং রাজ্যের উন্নয়নের একটি সুস্পষ্ট দিশা দেখানো হবে।'
তিনি জানান, কৃষি, শিল্প সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই), স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি), কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নবায়নযোগ্য শক্তিএই ক্ষেত্রগুলিকে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বাজেটে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, জীবিকা সৃষ্টির সুযোগ বাড়ানো এবং অসমের অর্থনৈতিক ভিত আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ ঘোষণা করা হবে। পাশাপাশি শহর ও গ্রামের মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল সমানভাবে পৌঁছে দেওয়ার দিকেও সরকার গুরুত্ব দেবে। আগামী ১০ জুলাই বিধানসভায় এই বাজেট পেশ করা হবে।
বিরোধী দলগুলি বৃহত্তর রাজনৈতিক জোট গঠনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেএমন প্রশ্নের উত্তরে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, শাসক জোট এ ধরনের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। সরকারের মূল লক্ষ্য সুশাসন ও উন্নয়ন।
তিনি বলেন, 'মানুষ আমাদের ১০২টি আসনের জনসমর্থন দিয়েছেন। এখন সেই জনাদেশ রক্ষা করে উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করাই আমাদের দায়িত্ব। আগামী দু''বছর আমরা মানুষের জন্য কাজ করব। রাজনীতি ২০২৮ সালের দিকে হলেও চলবে।'
একই সঙ্গে বিজেপির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, অসমে দলটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে এবং আগামী কয়েক দশক ধরেই রাজ্যের রাজনীতিতে বিজেপি প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে থাকবে।

গভীরতর সংহতি ও পারস্পরিক নির্ভরতার পথেই ভারত-জাপান, অনিশ্চয়তার জবাবে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্বের বার্তা

টোকিও/নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (আইএএনএস): আত্মনির্ভরতার পথে এককভাবে এগোনোর পরিবর্তে বা নিরাপত্তার নিশ্চয়তার জন্য অন্যের ওপর নির্ভর না করে, শিল্প, প্রতিরক্ষা সক্ষমতা এবং জ্বালানি ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিনিয়োগ ও গভীরতর সহযোগিতার পথ বেছে নিয়েছে ভারত ও জাপান। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমনই মূল্যায়ন করা হয়েছে।
গত সপ্তাহে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি-র ভারত সফরকালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৬তম ভারত-জাপান বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে দুই দেশ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রথমবারের মতো যৌথভাবে নৌবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, সেমিকন্ডাক্টর ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ নিয়ে যৌথ রোডম্যাপ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ক্ষেত্রে জাপানের সূক্ষ্ম প্রকৌশল দক্ষতা ও ভারতের সফটওয়্যার সক্ষমতাকে একত্রিত করে অংশীদারিত্ব এবং বায়োগ্যাস উদ্যোগের ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাঞ্চনপুর এস.ডি.এম. অফিসে চাইল্ড কেয়ার রুমের উদ্বোধন করলেন শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৬ জুলাই: নাগরিকদের জন্য সরকারি পরিষেবা আরও নাগরিকবান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে আজ কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে একটি চাইল্ড কেয়ার রুম এবং হেল্প ডেস্কের উদ্বোধন করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। শিল্পমন্ত্রী চাইল্ড কেয়ার রুম এবং হেল্প ডেস্ক পরিদর্শন করেন এবং মহকুমা প্রশাসনের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ সাধারণ মানুষের বিশেষ করে শিশু সন্তান সহ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আসা মায়েদের জন্য খুবই উপযোগী হয়ে উঠবে।
মহকুমা শাসক কার্যালয়ে বিভিন্ন সরকারি কাজে আসা শিশু সন্তান সহ মায়েদের সুবিধার্থে চাইল্ড কেয়ার রুমটি স্থাপন করা হয়েছে। এখানে শিশুদের জন্য খেলনা, শিশুবান্ধব পরিবেশ, আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সঙ্গে মহকুমা শাসক কার্যালয়ে আসা মানুষের সুবিধার্থে একটি হেল্প ডেস্কও চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং, মহকুমা শাসক আশিস বিশ্বাস সহ পদস্থ আধিকারিকগণ।

সিনিয়র শিক্ষকদের টেট থেকে অব্যাহতির দাবিতে আগরতলায় শিক্ষক মিছিল, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি

আগরতলা, ৫ জুলাই: সিনিয়র শিক্ষকদের টেট পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতির দাবিতে আগরতলায় শিক্ষক সংগঠনগুলির উদ্যোগে রবিবার এক যৌথ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। টি.জি.টি.এ এবং টি.টি.এ-র উদ্যোগে হরিগঙ্গা বসাক রোডে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন।
সমাবেশে বক্তারা দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত সিনিয়র শিক্ষকদের টেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহারের জন্য কেন্দ্র সরকার যেন অবিলম্বে একটি নির্দেশ জারি করে। তাঁদের বক্তব্য, বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা ও সামাজিক সম্মান বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
বক্তারা আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত প্রবীণ শিক্ষকদের নতুন করে টেট পরীক্ষার আওতায় আনা যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁদের দাবি, অভিজ্ঞতাকে যথাযথ মূল্যায়ন করে সিনিয়র শিক্ষকদের এই বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হোক। ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশিস চৌধুরী বলেন, সিনিয়র শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, শিক্ষক সমাজের এই দাবির প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করবে।

শ্রীলঙ্কার নেগোম্বো কারাগারে অশান্তি: মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৫, আহত প্রায় ১০০

কলম্বো, ৬ জুলাই (আইএএনএস): শ্রীলঙ্কার নেগোম্বো কারাগারে সংঘর্ষ ও অশান্তির ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৫-এ পৌঁছেছে। সোমবার পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে।
কর্তৃপক্ষের দাবি, এই ঘটনায় প্রায় ১০০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের নেগোম্বো জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মৃত ও আহতদের অনেকের শরীরে গুলিবিদ্ধ হওয়ার গুরুতর চিহ্ন রয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার সকালে একদল বন্দি সংঘবদ্ধভাবে কারাগারের ভিতরে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে নিরাপত্তারক্ষীরা সংঘর্ষে জড়িতদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালায়।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, শনিবার শুরু হওয়া আগের একটি অশান্তি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনার পরই নতুন করে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
ঘটনার পর শ্রীলঙ্কার বিচারমন্ত্রী হর্ষণা নানায়াক্কারা গভীর শোক ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠানে এই ঘটনা ঘটেছে, তাই এর দায়িত্ব তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন না।
সাংবাদিকদের তিনি জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে এত প্রাণহানির কোনও যুক্তি হতে পারে না এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।মন্ত্রী আরও জানান, কারাগারের ভিতরে দুটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরেই এই অশান্তি শুরু হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কারা কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালায়।
তিনি বলেন, 'এত মানুষের মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই। ঘটনাস্থলে গিয়ে কী ঘটেছে তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এটি কাউকে দোষারোপ করার বিষয় নয়।'
হর্ষণা নানায়াক্কারা আরও বলেন, শুধু দুঃখ প্রকাশ করলেই হবে না। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, কোথায় ত্রুটি ছিল, কেউ কোনও অনিয়ম করেছেন কি নাসব দিক তদন্ত করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।
--

নিতিন নবীনের সরল জীবনযাপনের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদের কটাক্ষ ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তীব্র

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই (আইএএনএস): বিরোধীদের কটাক্ষ এবং তা ঘিরে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধের মধ্যেই নরেন্দ্র মোদী বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন-এর সরলতা, আচরণ ও উচ্চ নৈতিক চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী একটি পোস্ট শেয়ার করেন, যেখানে নিতিন নবীনের কলেজ জীবনের এক বন্ধু তথা এক সাংবাদিক তাঁর সাধারণ জীবনযাপন এবং রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কখনও বিশেষ সুবিধা না নেওয়ার অভ্যাসের কথা উল্লেখ করেন।
সেই পোস্ট শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'এই সরলতা ও সহজ-সরল স্বভাব বিজেপির প্রতিটি কর্মীর গর্বের বিষয়।'
সাংবাদিক তাঁর পোস্টে ১৯৯৮ সালে দিল্লিতে নিতিন নবীনের ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি জানান, তৎকালীন বিহারের এক বিধায়কের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও নিতিন নবীন অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। বন্ধুদের সঙ্গে স্বল্পমূল্যের খাবার ভাগ করে খেতেন, দিল্লি ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন-এর বাসে যাতায়াত করতেন এবং সংসারের খরচ বাঁচাতে বাড়ির নানা কাজেও সমানভাবে অংশ নিতেন।
সাংবাদিকের দাবি, উচ্চমাধ্যমিকের পর দু''জনেই উচ্চশিক্ষার জন্য দিল্লিতে আসেন এবং সেখান থেকেই তাঁদের বন্ধুত্বের শুরু। রাজনৈতিক পরিচয়কে কখনও সামনে না এনে নিতিন নবীন সবসময় সাধারণ ছাত্রের মতোই জীবন কাটিয়েছেন।
আরও এক পোস্টে তিনি লেখেন, দিল্লির আইপি এক্সটেনশন এলাকার পাটপারগঞ্জে সামর্থ্যের অভাবে একটি সাধারণ ভাড়া বাড়িতে কয়েকজন বন্ধু মিলে থাকতেন। সেখানে মাসে মাত্র ২,০০০ টাকার বাজেটে বাড়িভাড়া, খাবার এবং কলেজের খরচ চালাতেন নিতিন নবীন। সকালের নাশতা তৈরি, বাসন মাজা এবং ঘর পরিষ্কারসব কাজই তাঁরা ভাগ করে করতেন।
সাংবাদিকের ভাষায়, 'বিহারের এক বিধায়কের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও নিতিন নবীন ছিলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ, বন্ধুবৎসল, বিনয়ী এবং কখনও আড়ম্বরপ্রিয় নন।'
এই প্রশংসা এমন সময় সামনে এল, যখন বিজেপি ও আম আদমি পার্টি-র মধ্যে অনুদান সংক্রান্ত অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র হয়েছে।
লখনউয়ে এক বিজেপি কর্মসূচিতে নিতিন নবীন বলেন, 'আমি আজ রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদব এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল-কে বলতে চাই, হিন্দু ধর্মকে এত দুর্বল ভাববেন না যে মানুষ আপনাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে।'
এর জবাবে কেজরিওয়াল বলেন, 'আপনি কে?'

কদমতলা ও গন্ডাতুইসার সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে মানবাধিকার কমিশনে ডেপুটেশন, বিক্ষোভ সিপিআই(এমএল)-এর

আগরতলা, ৬ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা এবং ধলাই জেলার গন্ডাতুইসায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য ন্যায়বিচারের দাবিতে সোমবার রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সিপিআই(এমএল)। পরে সংগঠনের পক্ষ থেকে মানবাধিকার কমিশনের কাছে একটি ডেপুটেশনও প্রদান করা হয়।
সংগঠনের নেতাদের অভিযোগ, কদমতলা ও গন্ডাতুইসায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি এখনও ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। তাই ঘটনার তদন্ত দ্রুত সম্পন্ন করে অভিযোগগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।
ডেপুটেশনে আরও দাবি করা হয়, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতার করারও আহ্বান জানানো হয়।
বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে সিপিআই(এমএল) আগামী দিনে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটবে।

বিরল রোগে আক্রান্ত ২২ মাসের মনশ্রীকে বাঁচাতে গন্ডাছড়ায় দান সংগ্রহে নেমেছেন সমাজসেবীরা

গন্ডাছড়া, ৬ জুলাই: মাত্র ২২ মাস বয়সেই বিরল ও জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েছে ছোট্ট মনশ্রী চৌধুরী। তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন বিদেশ থেকে আনতে হবে একটি বিশেষ ইনজেকশন, যার মূল্য প্রায় ১৮ কোটি টাকা। বিপুল এই অর্থের ব্যবস্থা করা পরিবারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ায় রাজ্যবাসী তথা দেশবাসীর কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন মনশ্রীর বাবা-মা।
জানা গেছে, মনশ্রীর চিকিৎসার জন্য পরিবারের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ইতিমধ্যেই ব্যয় হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ওষুধের বিপুল মূল্য মেটানো সম্ভব না হওয়ায় পরিবার কার্যত অসহায় হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে শিশুটির জীবন বাঁচাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এগিয়ে এসেছেন। ত্রিপুরার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব, সাংবাদিক এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটররা ইতিমধ্যেই মনশ্রীর চিকিৎসার জন্য তহবিল সংগ্রহে নেমেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দানবাক্স নিয়ে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে। এই মানবিক উদ্যোগে শামিল হয়েছে গন্ডাছড়া মহকুমাও। মহকুমার সমাজসেবিকা বিমলা দাস ও মনোরমা রায়ের নেতৃত্বে একদল মহিলা সোমবার থেকে দানবাক্স হাতে নিয়ে বিভিন্ন পাড়া, গ্রাম ও হাটবাজারে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ শুরু করেছেন।
সমাজসেবিকা বিমলা দাস ও মনোরমা রায় জানান, সময় খুবই সীমিত। তাই যত দ্রুত সম্ভব মানুষের সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, সামর্থ্য অনুযায়ী যেকোনো পরিমাণ আর্থিক সহায়তা দিয়ে বিরল রোগে আক্রান্ত ছোট্ট মনশ্রীর জীবন বাঁচানোর এই মানবিক উদ্যোগে শামিল হতে।

তিন দফা দাবিতে শ্রম কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের

আগরতলা, ৬ জুলাই: নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও শ্রম আইন যথাযথভাবে কার্যকর করার দাবিতে সোমবার শ্রম কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল সি-আই-টি-ইউ অনুমোদিত ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানানো হয়।
সংগঠনের অভিযোগ, নরসিংগড়ের টিআইটি সংলগ্ন এলাকায় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ-সহ একাধিক বৃহৎ নির্মাণ প্রকল্পে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কাজ করলেও তাঁদের নিরাপত্তার ন্যূনতম ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না। এতে প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ছে।
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উত্থাপিত তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজে কর্মরত অবস্থায় মৃত শ্রমিক বিরবল গৌড়ের পরিবারকে উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান, নির্মাণস্থলে কর্মরত সকল শ্রমিকের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিতে শ্রমিকদের হাজিরা খাতা ও পে-রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষিত রয়েছে কি না, তা অবিলম্বে তদন্ত করা।
ডেপুটেশন প্রদান শেষে ইউনিয়নের নেতারা বলেন, শ্রমিকদের জীবন ও অধিকার রক্ষায় শ্রম দপ্তরকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, শ্রম কমিশনার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মনু ব্লকে আরবিএসকে টিমের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সচেতনতা শিবির সম্পন্ন

আগরতলা, ৬ জুলাই: শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং রোগমুক্ত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মনু কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম মেডিকেল টিম জুন মাসে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পুরো জুন মাস জুড়ে মনু ব্লক এলাকার বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
মনু সিএইচসি-র অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দল জুন মাসে ব্লকের প্রত্যন্ত ও জনবহুল এলাকাগুলোতে শিশুদের পুঙ্খানুপুঙ্খ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। টিমের সদস্যরা মোট ২৪টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পরিদর্শনে যান। সেখানে প্রাক-স্কুল পর্যায়ের মোট ৬৪৯ জন শিশুর সার্বিক শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। ব্লকের মোট ৩টি বিদ্যালয়ে বিশেষ মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়। যেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মোট ৬১৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এই অভিযানের মাধ্যমে জুন মাসে মনু ব্লকের মোট ১,২৬৬ জন শিশু ও শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
কেবলমাত্র স্বাস্থ্য পরীক্ষাই নয়, এই অভিযানের অন্যতম প্রধান অংশ ছিল স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি। বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে মূলত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে: বর্ষাকালীন সাধারণ রোগ থেকে বাঁচার উপায়। সঠিক পুষ্টি, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষণসমূহ এবং জন্মগত কোনো ত্রুটি থাকলে তা লুকিয়ে না রেখে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।
আরবিএসকে-র গাইডলাইন অনুযায়ী, স্ক্রিনিং চলাকালীন যেসব শিশুর মধ্যে পুষ্টির অভাব, অ্যানিমিয়া (রক্তাল্পতা), চোখের সমস্যা বা অন্যান্য শারীরিক জটিলতা দেখা গেছে, তাদের চিহ্নিত করে মনু সিএইচসি এবং জেলা হাসপাতালে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে রক্তদান শিবির, সেবার আদর্শ অনুসরণের আহ্বান প্রতিমা ভৌমিকের

আগরতলা, ৬ জুলাই: ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মানবিক উদ্যোগ হিসেবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। আগরতলায় তাঁর বাসভবনে নর্থইস্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে ড. মুখার্জির আদর্শ ও দেশসেবার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।
অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমা ভৌমিক বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ ও চিন্তাধারা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করেই 'এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা' এবং 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। দেশের ঐক্য, উন্নয়ন ও জাতি গঠনে সকলকে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ারও আবেদন করেন।
প্রতিমা ভৌমিক নর্থইস্ট ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ডেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি জানান, ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারির সময় প্রতিষ্ঠিত এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ধারাবাহিকভাবে সমাজের অসহায় ও প্রয়োজনীয় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে চলেছে। ভবিষ্যতেও একই নিষ্ঠা ও মানবিকতা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংগঠনের সদস্যদের উৎসাহিত করেন তিনি।
এদিনের রক্তদান শিবিরে ৫০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। বহু স্বেচ্ছাসেবী ও শুভানুধ্যায়ী রক্তদান কর্মসূচিতে অংশ নেন। আয়োজকদের মতে, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তীকে স্মরণ করার পাশাপাশি এই উদ্যোগ রক্তের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরীক্ষার আগে এসএসটি বইয়ের অপেক্ষায় পড়ুয়ারা

আগরতলা, ৬ জুলাই: পরীক্ষার আর মাত্র সাত দিন বাকি। অথচ এখনও হাতে পৌঁছায়নি সামাজিক বিজ্ঞান (এসএসটি) বিষয়ের পাঠ্যবই। এই পরিস্থিতিতে চরম উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে সিবিএসই বোর্ড পরিচালিত চড়িলামের ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী বিদ্যা জ্যোতি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা।
পড়ুয়াদের অভিযোগ, আগামী ১৩ জুলাই থেকে তাদের প্রথম পর্যায়ের মূল্যায়ন (পিরিয়ডিক অ্যাসেসমেন্ট-১) শুরু হতে চলেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এনসিইআরটি থেকে এসএসটি বিষয়ের পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয়নি। ফলে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে তারা মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।
বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মণিময় ভৌমিক। তিনি জানান, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বই এসে পৌঁছায়নি। এতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ও পরীক্ষার প্রস্তুতি ব্যাহত হচ্ছে।
নবম শ্রেণির পড়ুয়ারাও জানিয়েছে, বই ছাড়া পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। তারা অবিলম্বে এনসিইআরটির কাছে এসএসটি বিষয়ের পাঠ্যবই সরবরাহের দাবি জানিয়েছে, যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে।
অভিভাবকরাও দ্রুত সমস্যার সমাধান করে পরীক্ষার আগেই পাঠ্যবই পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

মনশ্রীর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন ভয়েস অফ মিডিয়া সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ জুলাই: রাজ্যের মেয়ে মনোশ্রী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মনোশ্রীর পাশে রাজ্যের সাংবাদিকরা; আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন ভয়েস অফ মিডিয়া সংগঠন। রাজ্যের এক অসহায় মেয়ের জীবনের লড়াইয়ে এবার শামিল হলেন খোদ সংবাদিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। মারণ ব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মনোশ্রীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে নজির গড়ল রাজ্যের সাংবাদিকদের অগ্রণী সংস্থা " ভয়েস অফ মিডিয়া "।বেশ কিছুদিন ধরেই এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন রাজ্যের দু বছরের মেয়ে মনোশ্রী।
চিকিৎসার জন্য কোটি কোটি টাকার অর্থ রাশি জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অর্থাভাবে যখন চিকিৎসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম, ঠিক তখনই দেবদূতের মতো এগিয়ে আসেন রাজ্যের বহু সংস্থা, ব্যক্তি ও সমাজের সব অংশের সাধারণ জনগণ, এর সাথে সাথে পিছিয়ে নেই সাংবাদিকদের সংগঠন ভয়েস অফ মিডিয়া ও।
নিজেদের পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে " ভয়েস অফ মিডিয়া সংস্থার সদস্যরা মনোশ্রীর চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করেন। আজ ভয়েস অফ মিডিয়া সংগঠনের পক্ষ থেকে আদাকৃত অর্থ রাশি সমাজসেবী রাজা সাহার হাত ধরে মনোশ্রীর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।' উপস্থিত ছিলেন ভয়েস অফ মিডিয়ার রাজ্যে সভাপতি কৌশিক অধিকারী, কার্যকরী সম্পাদক মনি দেবনাথ, সাউথ জোন সভাপতি অজয় পাল, শতদল আচার্যী ও অন্যান্যরা।
সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কৌশিক অধিকারী জানান খবর পরিবেশন করার পাশাপাশি সমাজের প্রতি আমাদের একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে। মনোশ্রীর এই মরন ব্যাধি নিয়ে লড়াইয়ের কথা জানতে পেরে আমরা স্থির থাকতে পারিনি। " ভয়েস অফ মিডিয়ার প্রত্যেক সদস্য সাধ্যমতো এগিয়ে এসেছেন। আমরা চাই মনোশ্রী সুস্থ হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক।' ভয়েস অফ মিডিয়ার সংগঠনের প্রতিনিধি ও সদস্যদের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষ। কলম আর ক্যামেরার পেছনের মানুষগুলো যে বিপদে পড়লে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে পারেন, তা আরও একবার প্রমাণ করল " ভয়েস অফ মিডিয়া "। মনোশ্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনায় এখন দিন গুনছে গোটা রাজ্য।

বকেয়া ভাতা পরিশোধের দাবিতে সমাজকল্যাণ দপ্তর ঘেরাও, ডেপুটেশন সিপিআই(এম)-এর

আগরতলা, ৬ জুলাই: সামাজিক প্রকল্পের ভাতা কয়েক মাস ধরে বন্ধ থাকার অভিযোগ তুলে সোমবার খোয়াই জেলা সমাজশিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরে ডেপুটেশন দেয় সিপিআই(এম)। ভাতা দ্রুত মিটিয়ে নিয়মিত প্রদানের দাবিতে দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন খোয়াইয়ের বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস-সহ সিপিআই(এম)-এর জেলা নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকেরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রবীণ, বিধবা, প্রতিবন্ধী-সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের উপভোক্তারা কয়েক মাস ধরে ভাতা পাচ্ছেন না। ফলে বহু মানুষ চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। অবিলম্বে বকেয়া ভাতা প্রদান এবং ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত ভাতা দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।

মেধাতালিকা প্রকাশ ও নিয়োগের দাবিতে

● আটের পাতার পর
সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। আজ মেধাতালিকা প্রকাশের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ না জানানো পর্যন্ত আমরা এখান থেকে উঠব না। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘসূত্রিতার কারণে চাকরির অনিশ্চয়তায় তাঁদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রেখে দ্রুত মেধাতালিকা প্রকাশ এবং নিয়োগ সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ধর্মনগরে সার্ভার বিপর্যয়ে বিদ্যুৎ

● আটের পাতার পর তুলেছে। গ্রাহকদের অভিযোগ, গত দুই থেকে তিন দিন ধরে একাধিকবার অফিসে এসেও তাঁরা টাকা জমা দিতে বা রিচার্জ করতে পারছেন না। এতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যুৎ অফিস চত্বরে অপেক্ষমাণ গ্রাহকদের মধ্যে অনেক মহিলাকে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে দেখা যায়। কেউ কেউ সময় কাটাতে লুডু খেলছেন। এই দৃশ্য সার্ভার সমস্যার জেরে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির বাস্তব চিত্রই তুলে ধরছে।
এখন সকলের নজর বিদ্যুৎ দপ্তরের দিকে। কবে সার্ভার সমস্যা কাটিয়ে স্বাভাবিক পরিষেবা চালু হবে এবং সাধারণ মানুষ এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবেন, সেটাই দেখার।

াঙ্গন

মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে বিশাল ব্যবধানে জিতল তরুণ সংঘ ও মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) পরিচালিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লিগের খেলা এখন অন্তিম লগ্নে এসে পৌঁছেছে। আগামীকাল গ্রুপ লিগের শেষ চারটি ম্যাচ সম্পন্ন হলেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালের হাইভোল্টেজ লাইনআপ। আজ সোমবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি (পিটিএ) গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত গ্রুপ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আগরতলা ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে ১০৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে তরুণ সংঘ। সকালে সাড়ে আটটায় শুরু হওয়া এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং বেছে নেয় তরুণ সংঘ। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে তারা স্কোরবোর্ডে ১৫২ রানের পাহাড়সম পুঁজি খাড়া করে। দলের পক্ষে ইন্দ্র রানী জমাতিয়া ৪৮ রান এবং সুবর্ণা ঘোষ ৩৬ রানের দুটি চমৎকার ইনিংস খেলেন। জবাবে ১৫৩ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে তরুণ সংঘের নিয়ন্ত্রিত ও ধারাল বোলিং আক্রমণের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে আগরতলা ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের ব্যাটিং লাইনআপ। ১৯.৫ ওভারে মাত্র ৪৮ রানেই অল-আউট হয়ে যায় তারা। তরুণ সংঘের বোলার বিজয়া ঘোষ মাত্র ৯ রান খরচ করে একাই ৫টি উইকেট উপড়ে নিয়ে প্রতিপক্ষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। অসাধারণ এই স্পেলের সৌজন্যে বিজয়া ঘোষ ম্যাচ সেরার খেতাব লুফে নেন।অন্যদিকে, বেলা একটায় একই মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রাইট ক্লাবকে ২০ রানের ব্যবধানে পরাজিত করেছে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি। ম্যাচে প্রথমে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রানের লড়াকু স্কোর সংগ্রহ করে। দলের হয়ে সুপ্রিয়া দাস সর্বাধিক ৪২ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। জবাবে ১০৯ রানের জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৮৮ রানেই থমকে যায় ব্রাইট ক্লাবের ইনিংস। ব্রাইট ক্লাবের পক্ষে রিয়া মিত্র লড়াকু ৩৩ রান করলেও দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছাতে পারেননি। মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির সুপ্রিয়া দাস ব্যাটিংয়ে দুর্দান্ত অবদান রাখার পর বল হাতেও ম্যাজিক দেখান। তিনি মাত্র ১০ রান দিয়ে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষের জয়ের আশা শেষ করে দেন। ব্যাট ও বল হাতে এমন অনবদ্য অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে সুপ্রিয়া দাসই ম্যাচের সেরা বা ''প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ'' নির্বাচিত হন।

সিনিয়র মহিলা টি-২০ : কসমোপলিটন ও রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের দুরন্ত জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) পরিচালিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লিগের খেলা এখন অন্তিম লগ্নে। আগামীকাল গ্রুপ লিগের শেষ চারটি ম্যাচ সম্পন্ন হলেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ। আজ সোমবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গ্রুপ পর্বের ম্যাচে রয়েল ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়েছে কসমোপলিটন ক্লাব। সকালে সাড়ে আটটায় শুরু হওয়া এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাবের বোলারদের মারাত্মক বোলিংয়ের মুখে পড়ে ১৭.৫ ওভারে মাত্র ৪২ রানেই অল-আউট হয়ে যায় রয়েল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। কসমোপলিটনের বোলার অন্তরানী নোয়াতিয়া ৪ ওভার বল করে ১টি মেডেনসহ মাত্র ৮ রান খরচ করে একাই ৪টি উইকেট দখল করে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনআপ ধ্বংস করে দেন। তাঁকে যোগ্য সংগত দিয়ে রুমা দাস ৮ রানের বিনিময়ে নেন ২টি উইকেট। জবাবে ৪৩ রানের সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব মাত্র ৬.২ ওভারেই কোনো উইকেট না হারিয়ে ৪৫ রান তুলে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দলের ওপেনার প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া মাত্র ১৭ বলে ৬টি বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বাধিক ২৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। বল হাতে দুর্দান্ত স্পেলের সুবাদে অন্তরানী নোয়াতিয়া ''প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ''-এর খেতাব লুফে নেন।অন্যদিকে, বেলা একটায় একই মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের দ্বিতীয় খেলায় মূলত বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ভিজেডি মেথডে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব ৮ উইকেটের ব্যবধানে ইউনাইটেড বিএসটি-কে পরাজিত করেছে। ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি যখন ১৪ ওভারে ৭ উইকেটে ৩৬ রান সংগ্রহ করে, তখনই প্রবল বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে আম্পায়াররা ভিজেডি মেথডের সাহায্যে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে ১২ ওভারে ৩২ রানের নতুন টার্গেট নির্ধারণ করেন। রান তাড়া করতে নেমে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাব মাত্র ৬.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়েই ৩৩ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার পূজা পাল ১১ বলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বাধিক ১৯ রানের একটি ঝড়ো ইনিংস খেলেন। এর আগে বল হাতেও পূজা পাল দুর্দান্ত পারফর্ম করে ১১ রান দিয়ে ৩টি উইকেট উপড়ে নিয়েছিলেন। এছাড়া প্রিয়া সাহা ৮ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ২টি উইকেট। ব্যাট ও বল হাতে এমন অনবদ্য অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে পূজা পাল ম্যাচের সেরা বা ''প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ'' নির্বাচিত হন।

ধর্মনগরের বিহানের ৮ উইকেট ও উদয়পুরের ২৯৮ রানের রেকর্ড জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) পরিচালিত অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লিগের খেলা এখন অন্তিম লগ্নে। আগামীকাল ও পরদিন গ্রুপ পর্বের বাকি আটটি ম্যাচ সম্পন্ন হলেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ। আজ সোমবার আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে গণ্ডাছড়াকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছে ধর্মনগর। সকালে ৯টায় শুরু হওয়া এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে ধর্মনগরের বোলার বিধান দাসের মারাত্মক স্পেলের মুখে পড়ে ২২.৫ ওভারে মাত্র ৮৮ রানেই অল-আউট হয়ে যায় গণ্ডাছড়া। দলের পক্ষে নিখিল ত্রিপুরার লড়াকু ৩১ রান ছাড়া বাকিরা কেউ দাঁড়াতে পারেননি। ধর্মনগরের বোলার বিহান দাস একাই ২৮ রান খরচ করে প্রতিপক্ষের ৮টি উইকেট উপড়ে নিয়ে একাই ধস নামান গণ্ডাছড়ার ইনিংসে। জবাবে ৮৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ধর্মনগর মাত্র ৮.২ ওভারে ২ উইকেট হারিয়েই ৯১ রান তুলে জয় নিশ্চিত করে। দলের পক্ষে ওপেনার জ্যাক মালাকার মাত্র ২৬ বলে ২টি বাউন্ডারি ও ৫টি বিশাল ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বাধিক ৪৫ রানের একটি বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। বল হাতে একাই ৮ উইকেট নিয়ে ধর্মনগরের এই জয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করায় বিহান দাস স্বাভাবিকভাবেই ''প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ''-এর খেতাব লুফে নেয়।অন্যদিকে, নীপকো গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের অপর খেলায় সাব্রুমকে ২৯৮ রানের এক রেকর্ড ও বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে উদয়পুর। বৃষ্টির কারণে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৪৯ করা হলে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে উদয়পুরের ব্যাটসম্যানরা তাণ্ডব চালিয়ে ৫ উইকেটে ৩৫০ রানের পাহাড়সম পুঁজি খাড়া করে। দলের পক্ষে জ্যোতিরাদিত্য মজুমদার ৮৩, সোমদেব শীল ৭৮ এবং রিহান আক্তার ৫৬ রানের তিনটি ঝকঝকে ইনিংস খেলেন। সাব্রুমের তন্ময় দেবনাথ ৫৮ রানে ২টি উইকেট পান। ৩৫১ রানের পর্বতপ্রমাণ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে উদয়পুরের বোলারদের আগুনে বোলিংয়ের সামনে মাত্র ৩২.৩ ওভারে ৫২ রানেই গুঁড়িয়ে যায় সাব্রুমের ইনিংস। উদয়পুরের বোলার সুরজিৎ দেবনাথ ১০ ওভার বল করে ৭টি মেডেনসহ মাত্র ৩ রান দিয়ে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের তাক লাগিয়ে দেন এবং ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন। এছাড়া, অলরাউন্ডার রিহান আক্তার ১৮ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন।

বিশ্বকাপের সেরা ম্যাচে বেলিংহ্যামের ৯৮ সেকেন্ডের ঝড়, মেক্সিকোকে হারিয়ে শেষ আটে ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড - ৩ (বেলিংহাম ২, কেন)মেক্সিকো - ২ (কিনোনেস, হিমেনেজ)চলতি বিশ্বকাপের সেরা ম্যাচ খেলল ইংল্যান্ড ও মেক্সিকো। গোটা ম্যাচ জুড়ে টান টান লড়াই। ৫ গোল। দুই পেনাল্টি। লাল কার্ড। কী না দেখা গেল ইংল্যান্ড-মেক্সিকো ম্যাচে। ১১১ মিনিট ধরে ফুটবল নয়, যেন বক্সিং ম্যাচ চলল আজতেকায়। শেষ পর্যন্ত ১০ জনে খেলেই মেক্সিকোকে হারিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল ইংল্যান্ড। আরও এক বার শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিতে হল মেক্সিকোকে। কানাডার পর বিদায় নিল আরও এক আয়োজক দেশ।এই ম্যাচে নামার আগে আজতেকায় পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ছিল। মেক্সিকোয় তারা কোনও দিন মেক্সিকোকে হারাতে পারেনি। শেষ বার ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে এই মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মারাদোনার 'হ্যান্ড অফ গড' গোলের স্মৃতি এখনও টাটকা ইংরেজ সমর্থকদের মনে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৫০০ ফুটের বেশি উচ্চতা। তার উপর ৮০,০০০ দর্শকের সিংহ ভাগই মেক্সিকোর।ইংল্যান্ড জানত, তাদের সামনে কী আসতে চলেছে। ম্যাচের আগে থেকে মেক্সিকোর সমর্থকদের উগ্র আচরণ বা কোচের হুমকি হালকা ভাবে নেননি টমাস টুখেল। তিনি জানতেন, এই ম্যাচে কেনকে নড়তে দেবেন না মেক্সিকোর ডিফেন্ডারেরা। সেই কারণে কেনের বদলে তিনি গোল করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন জুড বেলিহ্যামকে। নিজের কাজ ভাল ভাবে পালন করলেন বেলিংহ্যাম।এই ম্যাচে ইংল্যান্ডের তিন ফুটবলার সবচেয়ে বেশি নজর কাড়লেন। বেলিংহ্যামের পাশাপাশি অ্যান্থনি গর্ডন দুর্দান্ত খেললেন। আগের ম্যাচে পরিবর্ত হিসাবে নেমে ইংল্যান্ডের দু'টি গোলেই তাঁর অবদান ছিল। ফলে এই ম্যাচে শুরু থেকে তাঁকে খেলান টুখেল। কোচের ভরসা রাখলেন তিনি। তৃতীয় নাম গোলরক্ষক জর্ডন পিকফোর্ড। তিনি না থাকলে শুরুতেই পিছিয়ে পড়ত ইংল্যান্ড। রাউল হিমেনেজের হেড দুর্দান্ত সেভ করেন তিনি। গোটা ম্যাচে বেশ কয়েক বার ইংল্যান্ডের পতন রোধ করেন তিনি। প্রথম ৩০ মিনিট মেক্সিকো দাপট দেখায়। ঘরের মাঠে সেটাই স্বাভাবিক। ইংল্যান্ডকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, চাপ সামলে প্রতি আক্রমণে ওঠার পরিকল্পনা করেছেন। বেলিংহ্যামকে শুরু থেকেই ছটফটে লাগছিল। ৩৬ মিনিটের মাথায় খেলার গতির বিপরীতে গোল ইংল্যান্ডের। তিন পাসে হল গোল। নিজের বক্সে বল বাঁচিয়ে তা ডেকলান রাইসকে দিলেন পিকফোর্ড। রাইস বেশ খানিকটা দৌড়ে পাস দিলেন বুকায়ো সাকাকে। ডান প্রান্ত থেকে সাকার ক্রসে শরীর ছুড়ে হেডে গোল করলেন বেলিংহ্যাম। ডিফেন্ডারদের নজর ছিল কেনের দিকে। ফাঁকায় ফাঁকায় গোল করে যান বেলিংহ্যাম।সেই গোলের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই আবার গোল বেলিংহ্যামের। ৯৮ সেকেন্ডের মধ্যে। মেক্সিকোর ফুটবলারের পা থেকে বল কেড়ে কেনকে পাস দেন গর্ডন। কেনের মাইনাস পায়ের টোকায় জালে জড়িয়ে দেন বেলিংহ্যাম। মেক্সিকোর সমর্থকদের দেখে মনে হচ্ছিল, বিশ্বাস করতে পারছেন না। বিশ্বাস হচ্ছিল না টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখা দর্শকদেরও। তবে সেখানেই নাটকের শেষ হয়নি। বিরতির আগে ফ্রি কিক থেকে ফিরতি বলে এক গোল শোধ করেন জুলিয়ান কিনোনেস। মেক্সিকো প্রাণ ফিরে পায়। পরের কয়েক মিনিট ইংল্যান্ডের রক্ষণে ত্রাহিরব তোলে তারা।দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আবার টান টান ফুটবল। কেউ কাউকে জমি ছাড়ছিল না। কিন্তু ৫৪ মিনিটের মাথায় বড় সিদ্ধান্ত নিলেন রেফারি আলি রেজা ফাঘানি। ভার রিপ্লে দেখে ইংল্যান্ডের জ্যারেল কোয়ানসাকে সরাসরি লাল কার্ড দেখালেন তিনি। এই মাঠে আধ ঘণ্টার বেশি সময় এক জন কম খেলে মেক্সিকোকে আটকে রাখা কঠিন ছিল।বাধ্য হয়ে পরিকল্পনা বদলালেন টুখেল। রাইসকে নীচে নামালেন। সাকাকে তুলে নামিয়ে দিলেন জন স্টোন্সকে। দুই অভিজ্ঞ ফুটবলার ইংল্যান্ডের রক্ষণ সামলালেন। ১০ জনে হয়ে যাওয়ার পরেও আক্রমণ থামায়নি ইংল্যান্ড। তার ফলও পায় তারা। বক্সের মধ্যে গর্ডনের গতি বুঝতে পারেননি মেক্সিকোর গোলরক্ষক। ফাউল করে বসেন। পেনাল্টি পায় ইংল্যান্ড। গোল করতে ভুল করেননি কেন। তাঁর এই পেনাল্টি দেখে শেখা উচিত ব্রাজিলের ব্রুনো গিমারায়েসের।

৬ ফুট ৫ ইঞ্চির ভাইকিং যোদ্ধার হাতে শেষ ব্রাজিলের স্বপ্ন!

নির্মম! আর্লিং হালান্ডকে আর কী নামে ডাকে যেতে পারে? নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে একাই ব্রাজিলের স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর জোড়া গোলের জবাব দিতে পারেনি পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দল। নরওয়ের ৬ ফুট ৫ ইঞ্চির ভাইকিং যোদ্ধা ব্রাজিলের দৌড় থামিয়ে দিয়েছেন।'জোগো বোনিতো' বা সুন্দর ফুটবল খেলতে অভ্যস্ত ব্রাজিল নরওয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি। ৭৯ মিনিট পর্যন্ত গোলশূন্য থাকা ম্যাচ পরের ১১ মিনিটে ২-০ হয়েছে হালান্ডের জন্যই। যা সুযোগ পেয়েছেন, কাজে লাগিয়েছেন। তাঁকে আটকাতে পারেনি ব্রাজিলের রক্ষণ।

সুযোগ পেলে তা কাজে লাগানোই হালান্ডের দায়িত্ব। বক্স স্ট্রাইকার তিনি। নিজের কাজ করে দেখিয়েছেন। খেলা শেষে হালান্ড বলেন,''যদি এক-দুটো সুযোগ পাই, তার মধ্যেই গোল করে ফেলি। আমি জানি না কী ভাবে করি। কিন্তু হয়ে যায়।''

হালান্ড ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রথম গোলটি করেছেন হেডে। ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চতায় হওয়ায় এমনিই বাড়তি সুবিধা পান। ব্রাজিলের দুই ডিফেন্ডারের মাঝে লাফিয়ে হেড করতে অসুবিধাই হয়নি। দ্বিতীয় গোলটি ব্রাজিলকে আরও লজ্জায় ফেলার মতো। অন্তত তিন জন ডিফেন্ডার দাঁড়িয়েছিলেন সামনে। তাঁদের পিছনে ছিলেন ব্রাজিলের গোলকিপার। বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাঁ পায়ে মাটি ঘেষা শট মারেন তিনি। সকলকে টপকে বল জালে জড়িয়ে যায়। বাড়তি কোনও উচ্ছ্বাসই দেখা যায়নি তাঁর মধ্যে। যেন এ রকম গোল বাজার যাওয়ার পথে হামেশাই করে থাকেন। ম্যাচের শেষে সমর্থক এবং সতীর্থদের সঙ্গে 'ভাইকিং রো' করতেও দেখা যায় তাঁকে। হালান্ড বুঝিয়েছেন, তিনি লম্বা রেসের ঘোড়া।

এ বারের বিশ্বকাপ হালান্ডের কাছে আলাদা। ২৮ বছর পর আবার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা। প্রথম বার নকআউটে উঠেছে। আর সেখানে প্রতিপক্ষ যদি ব্রাজিল হয়, তো বাড়তি তাগিদ তো থাকবেই। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে আট ম্যাচে ১৬ গোল করেছিলেন হালান্ড। সেই ফর্ম বজায় রয়েছে তাঁর।

গত মাসে বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে হালান্ড জানিয়েছিলেন, এ বারের প্রতিযোগিতা তাঁদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বলেছিলেন, ''প্রতি বার অপেক্ষা করেছি। এত বছর ধরে অপেক্ষা করেছি। কিছুতেই হচ্ছিল না। এ বার সুযোগ পেয়েছি। তা কাজে লাগাতে হবে।'' হালান্ড সেই লড়াইয়ে পাশে পেয়েছে মার্টিন ওডেগার্ডের মতো প্রিমিয়ার লিগজয়ী অধিনায়ককে। একসঙ্গে মিলে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা।

এ বারের বিশ্বকাপে নামার আগেই অবশ্য ক্লাব ফুটবলে তারকা হয়ে উঠেছেন হালান্ড। পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বড় ভরসা তিনি। ২০২৩ সালে শুধু প্রিমিয়ার লিগে ৩৬ গোল করে এক মরসুমে সর্বাধিক গোলের রেকর্ড গড়েছেন। জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। সেই হালান্ড এ বার ডানা মেলছেন বিশ্বকাপে।

তবে এ বার হালান্ডের জার্সিতেও দেখা গিয়েচে চমক। সেখানে শুধু হালান্ড নয়, লেখা রয়েছে 'ব্রাউট হালান্ড'। ব্রাউট তাঁর মা গ্রি মারিতা ব্রাউট থেকে নেওয়া। বাবা আল্ফ-ইঙ্গে হালান্ড থেকে নেওয়া হালান্ড। অর্থাৎ, মা ও বাবার উপাধি জার্সিতে নিয়ে খেলছেন তিনি। নরওয়ের সংস্কৃতিতে এই দৃশ্য খুব পরিচিত। অনেক ফুটবলারই জার্সিতে বাবা ও মায়ের নাম লিখে খেলেন। সেই কাজই করেছেন হালান্ড। স্বপ্নপূরণের মঞ্চে সবচেয়ে কাছের দু'জনের উপাধি জার্সিতে নিয়ে খেলতে নেমেছেন তিনি।

সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে দাপুটে জয় ব্লাড মাউথ ও কর্নেল কোচিং সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) পরিচালিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লিগের খেলা এখন অন্তিম লগ্নে। আগামীকাল গ্রুপ পর্বের শেষ চারটি ম্যাচ সম্পন্ন হলেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ। আজ সোমবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত দুটি ম্যাচেই দেখা গেছে চরম একপেশে লড়াই। দিনের প্রথম সকালে সাড়ে আটটার ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে ব্লাড মাউথের টাইট বোলিংয়ের মুখে পড়ে ১৭ ওভারে মাত্র ৩৫ রানেই ৯ উইকেট হারিয়ে কার্যত আত্মসমর্পণ করে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। ব্লাড মাউথের অন্তরা দাস মাত্র ২ রানে এবং পায়েল নমঃ ৬ রানে ২টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব মাত্র ৪ ওভারেই কোনও উইকেট না হারিয়ে ৩৬ রান তুলে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে ওপেনার নিকিতা দেবনাথ ১৫ বলে ২৪ রানে অপরাজিত থাকেন। বল হাতে দুর্দান্ত কিপটে বোলিং ও অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচের সেরা বা ''প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ'' নির্বাচিত হন পায়েল নমঃ ।অন্যদিকে, বেলা একটায় একই মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের দ্বিতীয় খেলায় স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে ৫০ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছে কর্নেল কোচিং সেন্টার। ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কর্নেল কোচিং সেন্টার ১৯ ওভারে ৮৬ রানে অল-আউট হয়ে যায়, যেখানে দলের পক্ষে ঋষিতা সূত্রধর সর্বাধিক ৩৬ রানের একটি লড়াকু ইনিংস খেলেন। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বোলার সুমিতা নোয়াতিয়া ১৮ রান খরচ করে ৩টি উইকেট তুলে নেন। ৮৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে কর্নেল কোচিং সেন্টারের নিয়ন্ত্রিত বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে স্ফুলিঙ্গের ব্যাটিং লাইনআপ। মাত্র ১৬.৫ ওভারে ৩৬ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। কর্নেল কোচিং সেন্টারের বোলার তানিয়া দেব মাত্র ৩ রান দিয়ে ৩টি উইকেট উপড়ে নিয়ে দলের জয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং স্বাভাবিকভাবেই ''প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ''-এর খেতাব লুফে নেন।

তানিস্কের অতিমানবীয় বোলিং সদর "বি"-র দাপুটে জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) পরিচালিত অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লিগের খেলা এখন অন্তিম লগ্নে এসে পৌঁছেছে। আগামীকাল ও পরদিন গ্রুপ পর্বের বাকি আটটি (প্রতিদিন চারটি করে) ম্যাচ সম্পন্ন হলেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ। আজ সোমবার তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত গ্রুপ পর্বের ম্যাচে কাঞ্চনপুরকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়েছে সদর ''বি'' দল। সকালে ৯টায় শুরু হওয়া এই ম্যাচে টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে সদর ''বি'' দলের বোলারদের আগুনে বোলিংয়ের মুখে পড়ে মাত্র ১৩.৪ ওভারে ৪১ রানেই অল-আউট হয়ে যায় কাঞ্চনপুর। সদর ''বি'' দলের বোলার তানিস্ক চক্রবর্তী এক অতিমানবীয় বোলিং স্পেল উপহার দিয়ে ৩.৪ ওভার বল করে ৩টি মেডেনসহ কোনো রান না দিয়েই (০ রানে ৫ উইকেট) একাই ৫টি উইকেট উপড়ে নেয়। তাঁর এই অবিশ্বাস্য বোলিংয়ের পাশাপাশি ঋদ্ধিমান দাস ১২ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট দখল করেন। জবাবে ৪২ রানের মামুলি লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে সদর ''বি'' দল মাত্র ৫.২ ওভারে ১ উইকেট হারিয়েই ৪৩ রান তুলে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে অঙ্কিত দাস মাত্র ১৪ বলে ৩টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বাধিক ২০ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। বল হাতে কোনো রান না দিয়ে ৫ উইকেট নেওয়ার অলৌকিক কীর্তির জন্য তানিস্ক চক্রবর্তী ম্যাচ সেরার খেতাব লুফে নেয়।অন্যদিকে, মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনুষ্ঠিত দিনের দ্বিতীয় ম্যাচটি প্রবল বৃষ্টির কারণে মাঝপথেই পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে। এই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল সদর ''এ'' দল এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা দল। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে তেলিয়ামুড়া দল নির্ধারিত ৩১ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১০৭ রান সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। জবাবে ১০৮ রানের জয়ের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে সদর ''এ'' দল যখন ২.১ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৯ রান তোলে, তখনই আকাশ ভেঙে প্রবল বৃষ্টি নামে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও মাঠ খেলার উপযোগী না হওয়ায় আম্পায়াররা ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হন। ফলে দুই দলকেই পয়েন্ট ভাগাভাগি করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলোয়াড় নিলামের মাধ্যমে দল গঠন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই: আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে আগামী ১১ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রতীক্ষিত বার্ষিক ফুটবল টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে দল গঠনের উদ্দেশ্যে আগামীকাল, ৭ জুলাই (মঙ্গলবার) ক্লাবের কনফারেন্স হলে খেলোয়াড়দের এক জমকালো নিলাম (অকশন) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নিলাম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের মোট চারটি দল গঠন করা হবে। ইতিমধ্যেই দলগুলোর অধিনায়কদের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছেএপিসি টাইগারের অধিনায়কত্ব করবেন অভিষেক দেববর্মা, এপিসি ওয়ারিয়র্সের দায়িত্বে থাকবেন জাকির হোসেন, এপিসি লায়নসের নেতৃত্ব দেবেন মেঘদম দেব এবং এপিসি ফাইটার্সের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামবেন সুপ্রভাত দেবনাথ। এই নিলাম প্রক্রিয়াকে ঘিরে ক্লাব সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।টুর্নামেন্ট উপ-কমিটির পক্ষ থেকে চার দলের অধিনায়ক এবং টুর্নামেন্টে খেলার জন্য নাম নথিভুক্ত করা সমস্ত সাংবাদিক-খেলোয়াড়কে আগামীকাল বেলা ১টায় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। খেলোয়াড় বাছাই ও নিলাম প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সম্পাদক এবং স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যানসহ কার্যকরী কমিটির সকল কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন। সম্পূর্ণ পেশাদারী মার্যাদা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এবারের দল গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রেসক্লাব কর্তৃপক্ষ সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

'এটাই লাস্ট ডান্স', মন খারাপের খবর দিয়ে রোনাল্ডো বললেন, 'আগের মতো খেলতে পারি না'

তিনি নিন্দুকদের প্রিয়পাত্র। পান থেকে চুন খসলেই তাঁকে বাক্যবাণে রক্তাক্ত করতে ছাড়েন না সমালোচকরা। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো লড়তে জানেন। প্রায় আড়াই দশক লম্বা কেরিয়ারে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছেন। তবে এবার হয়তো থামার সময় এসেছে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো জানিয়ে দিলেন, পর্তুগালের জার্সিতে আর বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন তিনি দেখেন না। এটাই শেষ বিশ্বকাপ। এই টুর্নামেন্টটাকে উপভোগ করছেন।স্পেনের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামার আগে রোনাল্ডো বলছেন, ''আমি বিশ্বকাপটাকে উপভোগ করছি। সমর্থকদের ভালোবাসা উপভোগ করছি। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই এটা আমার শেষ বিশ্বকাপ। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।'' সমালোচকদের জবাব দিয়ে সি আর সেভেন বলছেন, ''আমাকে ২৩ বছর ধরে এভাবেই রক্তাক্ত করা হচ্ছে। কোনও লাভ হবে না। সময় নষ্ট।'' তবে বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা বিশেষ না থাকলেও, এখনই অবসর ঘোষণা করছেন না রোনাল্ডো। করবেনই বা কেন, যে বিশ্বকাপে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে এত সমালোচনা, সেই টুর্নামেন্টেও তো বিশ্বকাপের ইতিহাসে বয়স্কতম ফুটবলার হিসাবে গোল করেছেন। নয় নয় করতে করতে গোটা দুই ম্যাচের সেরা খেতাব জিতেছেন। গোল করেছেন তিনটি। ৪১ বছরের 'বুড়ো'র লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছে তামাম ফুটবলদুনিয়া। ক্রিশ্চিয়ানোর সাফ কথা, ''আমি অবসর নেব নিজের ইচ্ছায়। অন্য কেউ আমার অবসর নেওয়ার সময় ঠিক করে দেবে না। এখন রোনাল্ডোর বয়স ৪১। আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত বয়স দাঁড়াবে ৪৫। ফলে আর পর্তুগালের জার্সিতে বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা নেই। এটাই যে তাঁর শেষ বিশ্বকাপ হবে, সেটা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন পর্তুগিজ মহাতারকার বোন কাটিয়া। দীর্ঘ ফুটবল কেরিয়ারে একবার ইউরো কাপ ও দু'বার উয়েফা নেশনস লিগ জিতেছেন। শুধু বাকি বিশ্বকাপ জয়। সেই অধরা মাধুরী এবার ছুঁয়ে দেখতে চান রোনাল্ডো। তিনি জানেন, এটাই শেষ সুযোগ তাঁর। তাই নিজেকে উজার করে দিচ্ছেন।রোনাল্ডো জানেন, তাঁর পারফরম্যান্স ঠিক রোনাল্ডোচিত হচ্ছে না। আগের মতো ভক্তদের মন ভরাতে পারছেন না তিনি। তাই স্পেন ম্যাচের আগে বলে দিয়েছেন, ''আমি জানি আগের মতো ফুটবলার আমি আর নই। কিন্তু খুব খারাপ খেলছি না।'' স্পেনের বিরুদ্ধেও তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। যদি বেঞ্চে বসতে হয় বসবেন। টিমম্যান সিআর জানিয়ে দিয়েছেন, ''কাল কী হবে জানি না। তবে আমি ১০০ শতাংশ নয়, ১০০০ শতাংশ দেব। গোল করার চেষ্টা করব। মাঠে থাকলেও চেষ্টা করব, বেঞ্চে থাকলেও সতীর্থদের উদ্বুদ্ধ করব। লড়াইটা আমার গোল করার নয়, পরের রাউন্ডে যাওয়ার।''

আগামী ৫ বছরের মধ্যে গ্রামের আমূল পরিবর্তনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছেঃ পঞ্চায়েতমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জুলাই: রাজ্য সরকার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শকে পাথেয় করে রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিকে শক্তিশালী করার প্রয়াস নিয়েছে। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছেন, সেবাই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি। তাই জনপ্রতিনিধিদের সমাজকল্যাণে সততা, নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করতে হবে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মন আজ অরুন্ধতীনগরস্থিত স্টেট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ষোড়শ অর্থকমিশনের অনুদান বিষয়ক একদিনের রাজ্যস্তরীয় কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন।

কর্মশালায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিগণ, বিএসি-র চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগণ, পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিক, বিডিওগণ, কর্মচারি সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রায় ৩০০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। কর্মশালায় পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানে গ্রামীণ এলাকার প্রকৃত চাহিদা ও অগ্রাধিকার এবং ষোড়শ অর্থকমিশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ, স্থানীয় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং উন্নত পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

কর্মশালায় পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মন পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ২০২৬-২৭, ষোড়শ অর্থকমিশনের গ্র্যান্ট এবং ভিবি জিরামজি এই তিনটি প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দর্শন ছিল সমাজের অন্তিম ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়ন করা। এই লক্ষ্য নিয়েই জনপ্রতিনিধিদের গ্রামীণ মানুষের মতামত নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যথাসময়ে গ্রামসভা করতে হবে। তিনি বলেন, গত বছর ত্রিপুরা ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য সাতটি জাতীয় পুরস্কার অর্জন করে। এবছর অর্জন করেছে ৩টি জাতীয় পুরস্কার। রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ পঞ্চায়েত ফ্রন্ট রানার শ্রেণিতে স্থান পেয়েছে। আমরা চাই গ্রামের এস.সি., এস.টি., মহিলা, যুবক, কৃষক ও প্রান্তিক জনগণের সার্বিক কল্যাণ।

ভিবি জিরামজি প্রকল্পের বিষয়ে তিনি বলেন, গত ১ জুলাই থেকে দেশে এই প্রকল্প চালু হয়েছে। তিনি বলেন, এ প্রকল্পে ১২৫ দিনের কাজের সংস্থান রাখা হয়েছে। আগে ছিল ১০০ দিন। মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ টাকা। এ প্রকল্পে গ্রামে ৩১৮ রকমের কাজ করা যাবে। তিনি বলেন, এ প্রকল্পে আগামী ৫ বছরের মধ্যে গ্রামের আমূল পরিবর্তন আনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এর সফলতায় জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটি ও সরকারি আধিকারিকদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, ভিবি জিরামজি প্রকল্পের বিষয়ে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমাতে জনগণকে সচেতন করার জন্য কর্মশালা আয়োজনের বিষয়ে রাজ্য সরকারের চিন্তাভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, গ্রাম শক্তিশালী হলেই রাজ্য ও দেশ শক্তিশালী হবে। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়েত) দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং সকলকে স্বাগত জানান। তিনি পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ২০২৬-২৭, ষোড়শ অর্থকমিশনের গ্র্যান্ট এবং ভিবি জিরামজি প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েতমন্ত্রী পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ২০২৬-২৭ এবং মেরি পঞ্চায়েত মেরি ধরোহর এই দুটি বুকলেটের আবরণ উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে পঞ্চায়েতমন্ত্রী সহ অতিথিগণ ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শেষে টেকনিক্যাল সেশনে ফ্যাকাল্টি চিরব্রত দেবনাথ (গ্রামোন্নয়ন), ফ্যাকাল্টি ড. শুভায়ন চক্রবর্তী (ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট) এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের উপঅধিকর্তা অনুপম দাস ওয়ে ফরোয়ার্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পঞ্চায়েত দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অনুরাগ সেন।

কমলপুরে তালা ভেঙে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি, আতঙ্কে এলাকাবাসী

আগরতলা, ৬ জুলাই: কমলপুর শহর সংলগ্ন ফুলছড়ি বাজার এলাকায় এক বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ির তালা ভেঙে প্রায় ৭০ হাজার টাকা নগদ এবং দেড় ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, গত ১ জুলাই চিকিৎসার জন্য স্ত্রীকে নিয়ে আগরতলায় যান বাড়ির মালিক সুজিত সাহা। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে চোরের দল বাড়িতে হানা দেয়। রবিবার রাত প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ বাড়ি ফিরে তিনি দেখতে পান, মূল দরজার দুটি তালা ভাঙা। এরপর বাড়ির ভেতরে ঢুকে চুরির বিষয়টি জানতে পেরে চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে কমলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায়, দুর্বৃত্তরা বাড়ির আলমারি ও লকার ভেঙে প্রায় ৭০ হাজার টাকা নগদ এবং দেড় ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে গেছে। পাশাপাশি ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্রও তছনছ করে রেখে যায় তারা। ঘটনাস্থলটি কমলপুর থানার অদূরেই হওয়ায় এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় একাধিক চুরির ঘটনা ঘটলেও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। রাতের অন্ধকারে একটি সংঘবদ্ধ চোরচক্র সক্রিয় রয়েছে বলেও দাবি করেন তারা।

স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে চোরচক্রকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে হবে, রাতের পুলিশি টহল আরও জোরদার করতে হবে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। চুরির সঙ্গে জড়ি

এক মাস ধরে সার্ভার বিকল, সেকেরকোট দারোগাবাড়ি বিদ্যুৎ নিগম অফিসে বিল জমা দিতে এসে চরম ভোগান্তিতে গ্রাহকরা

আগরতলা, ৬ জুলাই: সেকেরকোট দারোগাবাড়ি এলাকায় অবস্থিত বিদ্যুৎ নিগমের বিল সংগ্রহ কেন্দ্রে গত এক মাস ধরে সার্ভার বিকল থাকায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন সাধারণ গ্রাহকরা। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। অভিযোগ, বিষয়টি জানানো হলেও বিদ্যুৎ নিগমের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন।

জানা গেছে, গত এক মাস ধরে এই অফিসে বিদ্যুৎ বিল জমা দিতে এলে কাউন্টারে কর্মরত কর্মীরা গ্রাহকদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে সার্ভার অচল থাকায় বিল গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ফলে প্রতিদিন সকাল থেকে বহু গ্রাহক ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও খালি হাতে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন।

সোমবারও একই চিত্র ধরা পড়ে। ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ করেন, প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও বিল জমা দিতে পারছেন না। উপরন্তু, সমস্যার সমাধান চেয়ে জানতে চাইলে অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা তাদের বিদ্যুৎ নিগমের হেড অফিসে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন। গ্রাহকদের অভিযোগ, এক মাস ধরে একই সমস্যা চললেও তা সমাধানে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এতে সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে এবং সময়েরও অপচয় হচ্ছে। ক্ষুব্ধ গ্রাহকদের দাবি, রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম অবিলম্বে সার্ভার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে বিল সংগ্রহের স্বাভাবিক ব্যবস্থা চালু করুক, যাতে সাধারণ মানুষকে আর দুর্ভোগ পোহাতে না হয়।

কাঞ্চনপুরে ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৬ জুলাই: নেশামুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ কাঞ্চনপুরে নেশামুক্ত ভারত অভিযান ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাঞ্চনপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ময়দানে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। ফুটবল প্রতিযোগিতা আগামী ১৭ জুলাই পর্যন্ত চলবে। কাঞ্চনপুর মহকুমার তিনটি ব্লকের ২৪টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতায় মোট ৩১টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। জোনাল পর্যায়ের খেলাগুলি কাঞ্চনপুর মহকুমার বিভিন্ন জোনে অনুষ্ঠিত হবে। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা কাঞ্চনপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে।

নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, নেশামুক্ত সমাজ গঠনে খেলাধুলা অত্যন্ত কার্যকর একটি মাধ্যম। যুব সমাজকে মাদকের কুফল থেকে দূরে রেখে খেলাধুলা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত রাখার কাজ আরও বেশি করে করতে হবে। খেলাধুলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজেও অংশ নিতে শিল্পমন্ত্রী যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং বলেন, সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও নেশামুক্ত জীবন গড়ে তুলতে খেলাধুলার প্রসার অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের উদ্যোগে যুবকদের ব্যাপক অংশগ্রহণের পাশাপাশি অভিভাবক ও সাধারণ মানুষকেও খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হতে তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের সদস্য শৈলেন্দ্র নাথ। উপস্থিত ছিলেন লালজুরি বিএসির চেয়ারম্যান অজন্ত কুমার চৌধুরী, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস ঠাকুর, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক আশিস বিশ্বাস। অনুষ্ঠানের অতিথিগণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাদের শুভেচ্ছা জানান।

কদমতলায় বিপুল ইয়াবা ও গাঁজা উদ্ধার, বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা

কদমতলা, ৬ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ ও বিএসএফের ৯৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার হয়েছে। রবিবার কদমতলা থানাধীন ইছাইতুলগাঁও এলাকায় পরিচালিত এই অভিযানে প্রায় ৯,৭৫০টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ৩ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশের দাবি, আন্তর্জাতিক কালোবাজারে উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রাইয়ের নির্দেশে এবং সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ দল কদমতলা থানার অন্তর্গত ইছাইতুলগাঁও গ্রামের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানের সময় হাফিজ আলী এবং আব্দুল হাকিম নামে দুই ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট ও শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তবে যৌথ বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। উদ্ধার হওয়া সমস্ত মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পলাতক অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনায় হাফিজ আলী, আব্দুল হাকিম এবং মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় -এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্ম জয়ন্তী উদযাপিত

আগরতলা, ৬ জুলাই: আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। আজ সকালে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপির সভাপতি অভিষেক দেবরায়, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ পার্টির সকল স্তরের নেতৃত্বরা।

তিনি আরও বলেন, এক দেশে দুই বিধান, দুই নিশান ও দুই প্রধান চলবে না। এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের মাথার তাজ জম্মু ও কাশ্মীর ভূখণ্ডে দেশের অখণ্ডতাবিরোধী ৩৫ এ ও ধারা ৩৭০ এর বিরোধিতা করে সন্দিগ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন "ভারত কেশরী" ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের অন্যতম সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে কাজ করা এই মহান শিক্ষাবিদ তথা জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। তাঁর কথায়, তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসংঘ পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে রূপান্তরিত হয়। রাজ্যেও আজকের দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে।

ধর্মনগরে সার্ভার বিপর্যয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত, চরম ভোগান্তিতে গ্রাহকরা

ধর্মনগর, ৬ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশন-১ ও ডিভিশন-২ অফিসে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে সার্ভার পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে প্রিপেইড বিদ্যুৎ মিটারের রিচার্জ করতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে বহু গ্রাহককে।

দূর-দূরান্ত থেকে আসা পুরুষ, মহিলা, প্রবীণ ও শিশুদের প্রতিদিন বিদ্যুৎ অফিসে ভিড় করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সার্ভার বিকল থাকায় রিচার্জসহ বিভিন্ন পরিষেবা মিলছে না। ফলে বারবার অফিসে এসেও কাজ সম্পন্ন করতে না পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন গ্রাহকরা।

এ বিষয়ে ধর্মনগর বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশন-২-এর ম্যানেজার জানান, সার্ভারজনিত সমস্যা পুরোপুরি সমাধান হতে আরও চার থেকে পাঁচ দিন সময় লাগতে পারে।

এদিকে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ ও প্রিপেইড মিটার রিচার্জের সমস্যা সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয় মাস ধরে বেহাল টিলাবাজার-হীরাছড়া সড়ক, সংস্কারের দাবিতে বাবুরবাজারে পথ অবরোধ

কৈলাসহর, ৬ জুলাই: দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে কৈলাসহরের টিলাবাজার থেকে হীরাছড়া যাওয়ার সড়ক। রাস্তার বেহাল দশায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার হাজার হাজার মানুষ। একাধিকবার পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও সমাধান না মেলায় সোমবার সকালে বাবুরবাজার এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সোমবার সকাল প্রায় ১০টা থেকে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা। খবর পেয়ে ইরানি থানার ওসি বিরাজ দেববর্মার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

অবরোধকারীদের অভিযোগ, প্রায় ছয় মাস আগে পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে টিলাবাজার-হীরাছড়া সড়কের সংস্কার কাজ করা হলেও তা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। সংস্কারের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রাস্তাজুড়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়, ফলে বর্তমানে সড়কটি কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তারা একাধিকবার স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এবং পরে লিখিতভাবে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের বিষয়টি জানালেও কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এরই প্রতিবাদে বাধ্য হয়ে তারা পথ অবরোধের কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, খুব শীঘ্রই রাস্তা সংস্কারের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হবে এবং সেই প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। দপ্তরের এই আশ্বাসের পর দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন বিক্ষোভকারীরা।

এদিকে, প্রায় দুই ঘণ্টার অবরোধে বাবুরবাজার এলাকায় রাস্তার দু''পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। আটকে পড়েন অসংখ্য যাত্রী, পথচারী এবং নিত্যযাত্রীরা, যার ফলে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। উল্লেখ্য, টিলাবাজার থেকে হীরাছড়া পর্যন্ত এই সড়কের ওপর নির্ভরশীল প্রায় নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২০ হাজার মানুষ। শহরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এটি অন্যতম প্রধান সড়ক হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থায় ক্ষোভ বাড়ছিল স্থানীয়দের মধ্যে। অবশেষে সেই ক্ষোভই পথ অবরোধের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

রথযাত্রা উপলক্ষে শান্তিরবাজারে প্রস্তুতি বৈঠক, নিরাপত্তা ও যান চলাচল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা

শান্তিরবাজার, ৬ জুলাই: আগামী ১৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব রথযাত্রা। উৎসবকে সুষ্ঠু, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সোমবার শান্তিরবাজার মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে রথযাত্রা কমিটি এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রথযাত্রা চলাকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ, যানজট এড়ানো, রথের উচ্চতা নির্ধারণ, বিদ্যুৎ সংযোগ সাময়িক বিচ্ছিন্ন রাখা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি রথযাত্রা উপলক্ষে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, সে বিষয়েও মতবিনিময় করা হয়। তবে বৈঠকে শুধুমাত্র বড় আকারের রথযাত্রা আয়োজক কমিটিগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। ছোট আকারে রথযাত্রার আয়োজনকারী কমিটিগুলিকে আমন্ত্রণ না জানানোয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন অনেকেই।

এ প্রসঙ্গে শান্তিরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, রথযাত্রার আয়োজক বড় বা ছোটসব কমিটিকেই এই বৈঠকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। কারণ দুর্ঘটনা কোনো আয়োজনের আকার দেখে ঘটে না। তাই নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও করণীয় সম্পর্কে সকল আয়োজককে অবহিত করা জরুরি।

বৈঠকে উপস্থিত এলাকার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দেন। তিনি রথ টানার জন্য হাতি বা অন্য কোনো পশু ব্যবহার না করার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য, অতীতে হাতি ও ঘোড়া ব্যবহার করে রথ টানার সময় একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই জনস্বার্থে এবং পশুকল্যাণের দিক বিবেচনা করে রথযাত্রায় কোনো ধরনের পশু ব্যবহার না করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে মহকুমাশাসক তরুণ কান্তি সরকার সংবাদমাধ্যমকে জানান, রথযাত্রাকে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আয়োজকদের বিভিন্ন নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনে চলারও আহ্বান জানানো হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশিকাগুলি আগামী ১৬ জুলাই রথযাত্রার দিন কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়।

সফলভাবে সম্পন্ন ষষ্ঠ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা-স্তরের থাং-তা প্রতিযোগিতা, গঠিত হলো রাজ্য আসরের জেলা দল

আগরতলা, ৬ জুলাই: রাজধানী আগরতলার আস্তাবলস্থিত থাং-তা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী 'ষষ্ঠ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা-স্তরের থাং-তা মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতা-২০২৬' সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৪ ও ৫ জুলাই অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার তিনটি মহকুমা থেকে ছেলে ও মেয়ে মিলিয়ে মোট ৬০ জন প্রতিযোগী এই আসরে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা তাঁদের দক্ষতা ও ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

প্রতিযোগীদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে আসন্ন রাজ্য-স্তরের থাং-তা প্রতিযোগিতার জন্য 'পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা থাং-তা দল' গঠন করা হয়েছে। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নিয়ে রাজ্য প্রতিযোগিতায় জেলার প্রতিনিধিত্ব করা হবে।

দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অল ত্রিপুরা থাং-তা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় সিংহ। তিনি খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার পাশাপাশি থাং-তা মার্শাল আর্টের প্রসারে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

পশ্চিম জেলা থাং-তা অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ধীমান ভৌমিক এক বিবৃতিতে জানান, প্রতিযোগিতাটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি এবং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি টি. এইচ. সমরেন্দ্র সিংহ যৌথভাবে রাজ্য-স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত সকল খেলোয়াড়কে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। ক্রীড়া সংগঠকদের আশা, জেলা-স্তরে ভালো পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পশ্চিম ত্রিপুরার প্রতিনিধিরা আসন্ন রাজ্য-স্তরের প্রতিযোগিতাতেও সাফল্য অর্জন করবে।

মেধাতালিকা প্রকাশ ও নিয়োগের দাবিতে টিআরবিটি দপ্তরে টেট উত্তীর্ণদের বিক্ষোভ

আগরতলা, ৬ জুলাই : ২০২৪ সালের টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা আজ টিআরবিটি-এর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁরা টিআরবিটি-র চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশনও প্রদান করেন।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ইউজিটি ও জিটি উভয় বিভাগের টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে সুপারিশপ্রাপ্ত (রিকমেন্ড) প্রার্থীদের মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হবে। পাশাপাশি যাঁরা এখনও নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের জন্য দ্রুত নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

আন্দোলনকারী এক প্রার্থী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে জটিল অস্ত্রোপচারে ৬ বছরের শিশুর প্রাণ রক্ষা, চিকিৎসকদের সাফল্যে খুশি পরিবার

কৈলাশহর, ৬ জুলাই: ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা সফলভাবে একটি জটিল অস্ত্রোপচার করে ৬ বছর বয়সী এক শিশুর ঘাড় থেকে জন্মগত থাইরোগ্লোসাল ডাক্ট সিস্ট অপসারণ করেছেন। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পন্ন হওয়া এই অস্ত্রোপচারের পর শিশুটি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠায় পরিবার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। জানা গেছে, মাছমারা এলাকার বাসিন্দা ওই শিশুটির ঘাড়ের সামনের অংশে দীর্ঘদিন ধরে টিউমারের মতো একটি ফোলা মাংসপিণ্ড ছিল। সময়ের সঙ্গে সেটির আকার ক্রমশ বাড়তে থাকায় শিশুটি শারীরিক অস্বস্তিতে ভুগছিল। পরে তাকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসকেরা নিশ্চিত হন যে, এটি একটি থাইরোগ্লোসাল ডাক্ট সিস্ট, যা একটি জন্মগত শারীরিক ত্রুটি। চিকিৎসকদের মতে, সময়মতো অস্ত্রোপচার না করলে ভবিষ্যতে সংক্রমণসহ নানা জটিলতার ঝুঁকি তৈরি হতে পারত।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে জেলা হাসপাতালের ইএনটি বিশেষজ্ঞ সার্জন ডাঃ অরূপ চক্রবর্তী অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। গত ২৬ জুন, ২০২৬ সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শিশুটির ঘাড় থেকে সম্পূর্ণভাবে থাইরোগ্লোসাল ডাক্ট সিস্টটি অপসারণ করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর শিশুটির শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হওয়ায় পরদিনই তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়।

অস্ত্রোপচারকারী দলের নেতৃত্বে ছিলেন ইএনটি সার্জন ডাঃ অরূপ চক্রবর্তী। অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডাঃ অমিত পাল চৌধুরী। এছাড়া নার্সিং অফিসার হিসেবে ছিলেন মুনদীপা দেববর্মা এবং ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ছিলেন মিথুন মল্ল।

শিশুটির পরিবারের সদস্যরা জানান, সরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এত সফল ও জটিল অস্ত্রোপচার সম্ভব হওয়ায় তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁরা চিকিৎসক, নার্সিং অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্বাস্থ্যকর্মীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বাগমারা গ্রাম সভায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৩৪৯টি ঘর বরাদ্দ, উপভোক্তাদের মধ্যে খুশির আবহ

আগরতলা, ৬ জুলাই: ডুকলি আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত বাগমারা গ্রাম পঞ্চায়েতে সোমবার অনুষ্ঠিত গ্রাম সভায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর আওতায় ৩৪৯টি আবাসন বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদিন উপযুক্ত সুবিধাভোগীদের মধ্যে ঘর বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। গ্রাম সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামপ্রসাদ পাল বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর মাধ্যমে গৃহহীন ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের জন্য পাকা বাড়ির স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পাচ্ছে। তিনি উপভোক্তাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

খোয়াই সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে বিএসএফ-পুলিশের যৌথ টহল, দালালচক্রের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার দাবি

আগরতলা, ৬ জুলাই: ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও মানব পাচার রোধে খোয়াই মহকুমার একাধিক সংবেদনশীল এলাকায় যৌথ টহলদারি চালাল বিএসএফ ও ত্রিপুরা পুলিশ। সীমান্তে নজরদারি জোরদার করা হলেও, অবৈধ অনুপ্রবেশে জড়িত মূল দালালচক্র এখনও অধরা থাকায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) ডি. কুড্ডিয়ারাসুর নেতৃত্বে এবং বিএসএফের ১০৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের অংশগ্রহণে দুর্গানগর, ঘোষপাড়া, পহড়মুড়া, গৌরনগর ও বেলছড়া সীমান্ত এলাকায় এই যৌথ টহল অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ, মানব পাচার এবং অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা।

বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, টহল চলাকালীন সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল। তবে যেকোনো সন্দেহজনক গতিবিধি রুখতে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অন্যদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্ত থেকে একাধিক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হলেও, তাদের ভারতে প্রবেশে সহায়তাকারী দালালচক্রের মূল হোতারা এখনও অধরা। তদন্তে ধৃতদের মোবাইল ফোন থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের সূত্র মিললেও, সেই সূত্র ধরে এখনও পর্যন্ত বড় কোনও সাফল্য পায়নি তদন্তকারী সংস্থা।

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, শুধুমাত্র সীমান্তে টহলদারি বাড়িয়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। তাদের মতে, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত দালালচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তবেই সীমান্ত নিরাপত্তা আরও মজবুত হবে এবং এ ধরনের অপরাধ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas